ফয়যানে মদীনা

অক্টোবর ২০২২

তাফসীরে কুরআনে করীম

নূরই নূর

৮০০ বছর পূর্বে মিলাদ মাহফিলের আবিষ্কারকের ধরন

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

জ্বিনদের ইশকে রাসূল

বৃষ্টি কখন হবে?

জাহেরী হায়াতে মুবারাকার শেষ ৫ দিন

ছোট সাহেবের ঘটনা

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

মাকতাবাতুল মদীনা

Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

অক্টোবর ২০২২

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

তাফসীরে কুরআনে করীম

নূরই নূর

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: (قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۵﴾) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহর** পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। (পারা ৬, মায়েদা, ১৫)

তাফসীর: **নূর এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:** নূর এর শাব্দিক অর্থ আলো, চাকচিক্য ও উজ্জলতা, তাছাড়া একে নূর বলা হয়, যার থেকে আলো এবং উজ্জলতা বিচ্যুরিত হয়। নূরের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো, নূর হলো তাই, যা স্বয়ং প্রকাশ হয় এবং অপরকে প্রকাশ করে। অতঃপর নূরের দু'টি প্রকার রয়েছে: **নূরে হিস্সি (অনুভূতি সম্পন্ন নূর) ও নূরে মা'নভী (সত্তাগত নূর)।** নূরে হাসি (অনুভূতি সম্পন্ন নূর) হলো ঐ নূর, যা চোখ দ্বারা দেখা যায়, যেমন; সূর্য ও প্রদীপের আলো, এই নূর স্বয়ং প্রকাশিত আর নিজের সীমার মধ্যে আসা বস্তুকে দর্শকদের জন্য প্রকাশ করে দেয়। নূরে মা'নভী (সত্তাগত নূর) হলো ঐ নূর, যার আলো চোখে তো অনুভব করা যায় না, কিন্তু জ্ঞান বলে, এর দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে, এর দ্বারা জ্ঞান ভিত্তিক ও মূল কার্যাদি প্রকাশ পাচ্ছে, এটাই হলো নূর, এটাই হলো আলো। এই অর্থে ইসলাম, কুরআন, হেদায়ত, জ্ঞানকে নূর বলা যায়।

হাকীকতে মুহাম্মদীয়ার বর্ণনা: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তা **আল্লাহ পাক** নূর বানিয়েছেন এবং মানবীয় আকৃতিতে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, অতএব উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিকট **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নূর এসেছে আর এই নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তা। যেমনটি আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "নূর" শব্দের তাফসীর করে বলেন: "وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه واٰله وسلَّم" নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (তাফসীরে জালালাঈন, আল মায়েদা, ১৫নং আয়াতের পাদটীকা, ২/৩৩) আল্লামা সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "وَسُمِّيَ نُوْرًا لِاَنَّهٗ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَ يَهْدِيْهَا لِلرَّشَادِ وَلِاَنَّهٗ اَصْلُ كُلِّ نُوْرٍ حِسِّيٍّ وَ مَعْنَوِيٍّ" অর্থাৎ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম এই আয়াতে নূর রাখা হয়েছে, এই কারণে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দৃষ্টিকে আলোকিত করে এবং একে হেদায়ত প্রদান করে আর এই কারণেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল

নূরে হাসি (ঐ নূর, যা দেখা যায়) আর নূরে মা'নভী (যেমন; জ্ঞান ও হেদায়ত) এর মূল। (তাফসীরে সাভী, আল মায়েদা, ১৫নং আয়াতের পাদটীকা, ২/৪৮৬)

নূরে **মুহাম্মদী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৃষ্টির আকৃতি এমন, (اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) **অর্থাৎ** আসমানসমূহ ও জমিনসমূহকে আলোকিতকারী **আল্লাহ** (পারা ১৮, আন নূর, ৩৫) নূরে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, **তিনি** সকল সৃষ্টির পূর্বে আমাদের **আক্বা ও মাওলা, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে নিজের নূরের ফয়যান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমগ্র জগতকে সেই নূর থেকেই অস্থিত্ব দান করেছেন, অতএব মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাকে রয়েছে: عن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شئى خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه الله **অনুবাদঃ** হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** সর্বপ্রথম কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে জাবির! **আল্লাহ পাক** সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার **নবী (মুহাম্মদে মুস্তফা)** এর নূর সৃষ্টি করেছেন (এরপর বিশদ হাদীস রয়েছে, এই নূরকে চার ভাগে ভাগ করা হয়ে, যা থেকে লৌহ, কলম এবং আরশ বানানো হয়েছে এরপর চতুর্থাংশকে আবার চার ভাগে ভাগ করেছেন আর এভাবে ভাগ করতে করতে সমগ্র বিশ্বজগত অস্থিত্ব লাভ করেছে)। (আল জুযইল মাফকুদ মিনাল জুযইল আউয়াল মিলান মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮)

তেরে হি মাথে রাহা এ্যয় জান সেহরা নূর কা
বখত জাগা নূর কা চমকা সেতারা নূর কা
তু হে ছায়া নূর কা হার উযু টুকরা নূর কা
ছায়া কা ছায়া না হোতা হে না ছায়া নূর কা

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরে হিস্সি অর্থাৎ অনুভূতি সম্পন্ন নূরও এবং নূরে মা'নভীও অর্থাৎ সত্তাগত নূরও। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপদমস্তক নূর হওয়ার পরও নিজের নূরে বৃদ্ধির দোয়া প্রার্থনা করতেন, যেমনটি হেদায়তের উপর হওয়া বরং আপাদমস্তক হেদায়ত হওয়ার পরও প্রত্যেক নামাযে সীরাতে মুস্তাকিমের উপর হেদায়ত বৃদ্ধির দোয়া করতেন, অতএব দোয়ায়ে নূর বুখারী শরীফে এভাবে রয়েছে: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وامامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا **অনুবাদঃ** হে **আল্লাহ**! আমার অন্তরে নূর পূর্ণ করে দাও, আমার দৃষ্টিতে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার কানে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, উপরে নূর, নীচে নূর, সামনে নূর, পেছনে নূর এবং আমাকে (আপাদমস্তক) নূর বানিয়ে দাও। (বুখারী, ৪/১৯৩, হাদীস ৬৩১৬) আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া কবুল হওয়াতে কোন মুমিন সন্দেহ করতে পারে না।

নূরে মুহাম্মদীর উদাহরণঃ আমাদের **আক্বা ও মাওলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন নূর, **আল্লাহ পাক তাঁর** নূরের উদাহরণ কুরআনে মজীদে এভাবে বর্ণনা করেন: **অনুবাদঃ আল্লাহ পাক** আসমান ও যমীন সমূহকে আলোকিতকারী। **তাঁর** আলোর

উপমা এমনই যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ। ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তূন দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, না প্রাশ্চত্যের; এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর আলো। **আল্লাহ পাক** আপন আলোর প্রতি পথ নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন; এবং **আল্লাহ পাক** উপমাসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য এবং **আল্লাহ পাক** সবকিছু জানেন। (পারা ১৮, আন নূর, ৩৫) হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সামনে বর্ণনা করেন যে, এই উদাহরণ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তার। (তাফসীরে খাযিন, আন নূর, ৩৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৩৫৪)

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তা শুধু স্বয়ং নূর নয় বরং **তিনি** পুরো দুনিয়ার জন্য এমন উজ্জল, চাকচিক্যময়, আলো বিচ্ছুরনকারী সূর্য, **যাঁর** নূর দ্বারা সমগ্র জগত আলোকিত। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (وَّ دَاعِیًا اِلَی اللّٰہِ بِاِذۡنِہٖ وَ سِرَاجًا مُّنِیۡرًا ﴿۴۶﴾) **অনুবাদ:** আর **আল্লাহ**র প্রতি তার নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে। (পারা ২২, আল আহযাব, ৪৬)

নূরানী কিতাব: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাক** কিতাবও এমন দান করেছেন যা হলো নূর এবং নিজের নূরানীয়্যতে **আল্লাহ**র নৈকট্যর পথ প্রকাশকারী। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (وَ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکُمۡ نُوۡرًا مُّبِیۡنًا ﴿۱۷۴﴾) **অনুবাদ:** আর আমি তোমাদের প্রতি উজ্জল আলো (নূর) অবতীর্ণ করেছি। (পারা ৬, সূরা নিসা, ১৭৪) এবং **তাঁকে** দান করা সেই নূরের অনুসরনে কল্যাণ, মুক্তি, মহত্ব ও সৌভাগ্য রয়েছে। যেমনটি; **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِہٖ وَعَزَّرُوۡہُ وَنَصَرُوۡہُ وَاتَّبَعُوا النُّوۡرَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ مَعَہٗۤ ۙ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۷﴾) **অনুবাদ:** সুতরাং ঐসব লোক, যারা এই নবীর উপর ঈমান আনে এবং **তাঁকে** সম্মান করে আর **তাঁকে** সাহায্য করে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করে, যা **তাঁর** সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে। (পারা ৯, আল আ'রাফ, ১৫৭)

নূরানী দ্বীন: আল্লাহ পাক আমাদের **নবী মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দ্বীনও, তাই দান করা হয়েছে, যা হলো নূর, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনে ইসলাম **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির পথ প্রকাশকারী এবং **আল্লাহ** থেকে দূরকারী আমল ও বাণী চিহ্নিতকারী। এই নূরকে (দ্বীনে ইসলামকে) কেউ নিভাতে পারবে না, মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یُّطۡفِـُٔوۡا نُوۡرَ اللّٰہِ بِاَفۡوَاہِہِمۡ وَیَاۡبَی اللّٰہُ اِلَّاۤ اَنۡ یُّتِمَّ نُوۡرَہٗ وَ لَوۡ کَرِہَ الۡکٰفِرُوۡنَ ﴿۳۲﴾) **অনুবাদ:** তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে **আল্লাহ**র জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায়; এবং **আল্লাহ** আপন জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু মানবেন না, যদিও অপছন্দ করে কাফির। (পারা ১০, তাওবা, ৩২) এই নূর অর্থাৎ ইসলাম কবুলকারী **আল্লাহ** পাকের পক্ষ থেকে বক্ষ প্রশস্তের দৌলত এবং একটি মহান নূরের সৌভাগ্য পেয়ে যায়। অতএব ইরশাদ করেন: (اَفَمَنۡ

شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ) **অনুবাদঃ** তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার বক্ষ **আল্লাহ** ইসলামের জন উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে আপন **প্রতিপালকে**র নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে। (পারা ২৩, আয যুমার, ২২)

নূরের অনুসরনকারীদের জন্য নূরঃ রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য হলো, **তাঁর** উপর অবতীর্ণ হওয়া নূর অর্থাৎ কুরআনের অনুসরন আর **তাঁর** আনীত নূর অর্থাৎ দ্বীনে ইসলামের অনুসরন এবং **তাঁর** নূরানী শিক্ষার উপর আমলকারীর জন্য কিয়ামতের দিনও নূরই নূর হবে, অতএব **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ) **অনুবাদঃ** (কিয়ামতের দিন) তাদের নূর দৌঁড়াতে থাকবে তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডান দিকে, আরয করবেঃ হে আমাদের **প্রতিপালক!** আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। (পারা ২৮ আত তাহরীম, ৮) আরো ইরশাদ করেন: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ﴿۲۸﴾) **অনুবাদঃ** হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহ**কে ভয় করো এবং **তাঁর রাসূলে**র প্রতি ঈমান আনো। **তিনি** আপন করুণায় দু'টি অংশ তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদের জন্য জ্যোতি সৃষ্টি করবেন যার মধ্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালু। (পারা ২৭, আল হাদীদ, ২৮)

মে গাদা তু বাদশাহ ভর দেয় পেয়ালা নূর কা
নূর দিন দু না তিরা দেয় ঢাল সদকা নূর কা
জু গাদা দেখো লিয়ে জাতা হে থোড়া নূর কা
নূর কি সরকার হে কিয়া ইস মে থোড়া নূর কা

হে **আল্লাহ**! আমাদেরকে **তোমার প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের ওসীলায় কুরআন ও ইসলামের নূরানী শিক্ষা ও সুন্নাতে নববীর নূরকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করো, আমাদের জাহির ও বাতিন তাকওয়া ও সুন্নাতের নূর দ্বারা আলোকিত করো, অতঃপর নূরে **মুস্তফা** দ্বারা আমাদের কবর আলোকিত করো এবং কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের অর্জিত নূর থেকে আমাদেরকেও অংশ দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সবার উর্ধে ও সেরা আমাদের নবী

শফীয়ে মাহশারের হাশরের ময়দানে আগমনের দৃশ্য (পর্ব ২০)

মাওলানা আবুল হাসান আত্তারী মাদানী

পূর্বে প্রকাশিতের পর

(৩০) اَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي **অনুবাদঃ** আমিই হলাম হাশির (জড়োকারী) মানুষ আমারই কদমে জড়ো হয়ে যাবে। (বুখারী, ২/৪৮৪, হাদীস ৩৫৩২)

(৩১) اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ اِفَاقَةً **অনুবাদঃ** মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই উত্থিত হবো। (কাশফুল ইস্তার, ৩/১০৪, হাদীস ২৩৫১)

(৩২) اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا اِذَا بُعِثُوا **অনুবাদঃ** কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। (তিরমিযী, ৫/৩৫২, হাদীস ৩৬৩০)

(৩৩) اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَافَخْرَ **অনুবাদঃ** কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার মাধ্যমেই জমিন খুলবে কিন্তু গর্ব করি না। (তিরমিযী, ৫/৩৫৪, হাদীস ৩৬৩৫)

(৩৪) اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فاكون اول من يبعث **অনুবাদঃ** কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার মাধ্যমেই জমিন খোলা হবে, ব্যস আমিই সর্বপ্রথম উত্থিত হবো। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৯/২৭৫, নম্বর ৭৫২৫)

উল্লেখিত পাঁচটি বর্ণনায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মাযার থেকে বাইরে আসা এবং হাশরের ময়দানে তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। শফীয়ে মাহশারের হাশরের ময়দানে আগমনের ধরন অনেক বর্ণনায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা পর্যবেক্ষণ করাতে জানা যায়, দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর সর্বপ্রথম **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত হবেন, **তিনি** সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযমের মাঝখানে থাকবেন, অতঃপর জান্নাতুল বকীবাসীরা উঠবে, এরপর মক্কাবাসীরা উঠবে, অতঃপর **তিনি** বুরাকে আরোহন করে সিদ্দিক ও ফারুক এবং হারামাঈনবাসীর মাঝখানে সত্তর হাজার ফিরিশতাদের সমাবেশে হাশরের ময়দানের দিকে তাশরীফ নিয়ে আসবেন, এসবের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭০ হাজার ফিরিশতার সমাবেশেঃ শুয়াবুল ঈমানে রয়েছে, প্রতিদিন সকালে ফজর উদিত হওয়ার সময় ৭০ হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে থাকে, এমনকি তারা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কবরকে ঘিরে নেয় আর উপর থেকে ঢেকে নেয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত দরূদে পাক প্রেরণ করতে থাকে, অতঃপর সন্ধ্যার সময় তারা আসমানের দিকে উঠে যায় আর তাদের ন্যায় আরো ৭০ হাজার ফিরিশতা অবতরণ করে, তারাও সেরূপ আমল করে থাকে। এমনকি কিয়ামতের দিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** মুবারক কবর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসবেন, তখন ৭০ হাজার ফিরিশতার

সমাবেশে আসবেন, যারা **তাঁর** সম্মানের জন্য উপস্থিত হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৯২, হাদীস ৪১৭০)

বুখারী শরীফে রয়েছে, যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন জমিন ও আসমানে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, শুধুমাত্র তাঁরা ব্যতীত, যাঁদের ব্যাপারে **আল্লাহ** চাইবেন, অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে, তখন সর্বপ্রথম আমিই উত্থিত হবো। **(বুখারী, ২/৪৪৬, হাদীস ৩৪১৪)**

একদিকে সিদ্দিক, অপরদিকে ফারুক: তিরমিযী শরীফে রয়েছে, একবার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং মসজিদে এবাবে প্রবেশ করলেন, জনাবে আবু বকর সিদ্দিক এবং ওমর ফারুকে আযম **তাঁর** ডানে বামে ছিলো আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের হাত ধরে ছিলেন। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমরা কিয়ামতের দিনও এভাবে উঠবো।

(তিরমিযী, ৫/৩৭৮, হাদীস ৩৬৮৯)

জান্নাতুল বকী ও মক্কাবাসীর সমাবেশে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সিদ্দিক ও ফারুক অতঃপর জান্নাতুল বকী ও মক্কাবাসীদের উঠানোর উল্লেখ তিরমিযী শরীফের বর্ণনা কিছুটা এভাবে রয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সর্বপ্রথম আমার মাধ্যেমেই জমিন খুলবে, অতঃপর আবু বকর এরপর ওমর, অতঃপর আমি জান্নাতুল বকীবাসীদের নিকট আসবো তখন তারা আমার সাথে জড়ো হবে, অতঃপর মক্কাবাসীদের অপেক্ষা করবো, এমনকি হারামাঈনের মাঝখানে তাদের সাথে মিলিত হবো।

(তিরমিযী, ৫/৩৮৮, হাদীস ৩৭১২)

আর মুসনাদে হারিসের বর্ণনায় রয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতুল বকীবাসীদের উঠানোর পর মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করবেন, অতঃপর যখন তারা এসে যাবে তখন তাদের সাথে হাশরের ময়দানে যাবেন।

(বাগিয়াতুল বাহস আন যাওয়ায়িদে মুসনাদিল হারিস, ১০০০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১২০)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর হাশরের ময়দানে আগমন ও বিলালে হাবশীর আযান:** জলিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হাশরের ময়দানে জড়ো হওয়ার ধরন বর্ণনা করেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁদের কবর থেকে হাশরের ময়দানে বাহনে করে জড়ো করা হবে, হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام কে তাঁর উটনীতে করে আনা হবে এবং আমার সন্তান হাসান ও হোসাইনকে আমার উটনী আদ্ববাতে করে আনা হবে আর আমাকে বুরাকে করে আনা হবে, যার কদম তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত যাবে এবং বিলালকে জান্নাতী উটনীর গুলোর মধ্য হতে একটি উটনীতে করে আনা হবে, ব্যস সে বিশুদ্ধভাবে আযান দিবে ও সত্যিকার সাক্ষ্য দিবে, এমনকি যখন যে, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه বলবে, তখন সকল পূর্বাপর মুমিনরা একত্রে এটাই সাক্ষ্য দিবে, ব্যস যার সাক্ষ্য কবুল হওয়ার তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে আর যার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(মু'জামু সগীর, ২/১২৬)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রশ্নের উত্তরে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি সেইদিন বুরাকে আরোহন করবো আর আম্বিয়াদের মধ্যে এটি শুধু আমারই বৈশিষ্ট হবে, অতঃপর **তিনি** হযরত বিলালের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করলেন: সে জান্নাতী উটনীতে করে আসবে ও এর পিটে আযান দিবে, যখন পূর্ববর্তী উম্মত এবং তাদের আম্বিয়ায়ে কিরাম اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه শুনবে তখন বিলালের দিকে তাকাবে আর বলবে যে, আমরাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ১০/৪৫৯, নম্বর ২৬৫৫)**

একটি ঘটনা একটি মুজিযা

বৃষ্টি কখন হবে?

আরশাদ আসলাম আত্তারী মাদানী

খুবাইব উম্মে হাবীবাকে জিজ্ঞাসা করলো: আপু! দাদাজান কোথায়? উম্মে হাবীবা বললো: কেন, দাদাজানকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে? খুবাইব বললো: হ্যাঁ! জিজ্ঞাসা করার তো ছিলো, বলুন না দাদাজান কোথায়। উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান নামায পড়তে গিয়েছে।

খুবাইব আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: নামায পড়তে! আপু! দিনের ১১টা বাজছে, এই সময়ে কিসের নামায। সুহাইবও সেখানে বসে ছিলো কিন্তু একেবারে চুপচাপ। উম্মে হাবীবা সুহাইবকে বললো: সুহাইব তুমি কি ভাবছো? সুহাইব উম্মে হাবীবার দিকে তাকালো এবং বললো: আপু! আমিও এতক্ষণ এটাই ভাবছি যে, আজ তো শুক্রবারও নয়, তো দাদাজান কিসের নামায পড়তে গেছে? তিনজন একই সাথে বললো: এখন দাদাজানকেই জিজ্ঞাসা করবো যে, তিনি কোন নামায পড়তে গিয়েছে।

খুবাইব ঘরে হোমওয়ার্ক করছিলো, সুহাইব তার নিকট গেলো এবং বললো: ভাইজান! দাদাজান এসে গেছে, দ্রুত আসুন। দাদাজান পানি
পান করে গ্লাস উম্মে হাবীবাকে দিলেন এবং নিজেই বলতে লাগলেন: আমি বৃষ্টির নামায (নামাযে ইস্তিসকা) পড়তে গিয়েছিলাম। তিনজনই একে অপরের দিকে আশ্চার্য হয়ে তাকালো অতঃপর দাদাজানের দিকে তাকালো। উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান! এটা কেমন নামায? আমরা তো প্রথমবার এই নামাযের ব্যাপারে শুনলাম।

দাদাজান বললো: যখন দেশে বৃষ্টি হয়না বা কম হয়, তখনই এই নামায পড়া হয়। **আল্লাহ পাক** প্রতিটি জিনিসের একটি সময় রেখেছেন, শীত শীতের মাসে আসে, গরম গরমের মাসে, তেমনই বৃষ্টির দিন ও মাস হয়ে থাকে। যখন এই মাসগুলোতে বৃষ্টি হয়না তখন আবারো এক বছর পর বৃষ্টি হয়ে থাকে।

উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান! বৃষ্টি কি এতই জরুরী, যদি না হয় তবে নামাযও পড়তে হয়। দাদাজান বললেন: জ্বি বৃষ্টি খুবই জরুরী জিনিস। যদি দেশে বৃষ্টি না হয় তবে অনেক বেশি ক্ষতি হতে পারে। খুবাইব বললো: দাদাজান! কেমন ক্ষতি?

দাদাজান বললেন: এতে অনেক বিষয় রয়েছে, যা তোমাদের এখন বুঝে আসবে না, আমি তোমাদেরকে শর্টকাটে বলে দিচ্ছি, যে বিষয়টি বুঝে আসবে না তা পরে জিজ্ঞাসা করে নিও। দাদাজান বললো, বৃষ্টি না হওয়ার ফলে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। যেমন;

(১) নদী, নালা, খাল, বিল এবং পুকুরের পানি কমে যায় বা শুকিয়ে যেতে শুরু করে (২) খাদ্য শস্য যেমন; গম, ধান ইত্যাদি ভালভাবে জন্মাতে

পারে না (৩) পরিবেশ গরম থাকে, যার ফলে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে যায় (৪) জলাশয়ের পানি শেষ হওয়া শুরু হয়ে যায় (৫) মাটির নিচের পানি কমতে শুরু করে (৬) দেশে পান করার পানি কমতে শুরু করে।

এছাড়া আরো ক্ষতি রয়েছে। দাদাজান শিশুদের দিকে মনোযোগ সহকারে তাকালেন ও বললেন: চলো আমি তোমাদেরকে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মুজিযা শুনাই, বৃষ্টির মুজিযা।

একবার আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগেও বৃষ্টি হচ্ছিলো না, বৃষ্টি হয়েছে অনেকদিন হয়ে গিয়েছিলো। লোকজন চিন্তিত হয়ে পরেছিলো, জুমার নামাযের পূর্বে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষদেরকে ইসলামের কথা শিখাচ্ছিলেন। লোকেরা **তাঁর** সামনে দাঁড়িয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! বৃষ্টি হচ্ছে না, গাছের পাতা শুকিয়ে গেছে, পশুরা মৃত্যুর সন্নিকটে এসে গেছে, আপনি **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করুন যে, যেনো বৃষ্টি হয়ে যায়।

দাদাজান বললেন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো অনেক ভাল ছিলেন, কারো চিন্তা ও কষ্ট দেখতে পারতেন না।

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য দোয়া করলেন, **আল্লাহ পাক** তো নবীদের অনেক ভালবাসেন এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে প্রিয় নবী, যখনই তিনি দোয়া করলেন, তখনই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো।

দাদাজান শিশুদেরকে বললেন: আর সেই বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য হয়নি বরং পুরো ৭দিন পর্যন্ত হতে থাকলো। খুবাইব আশ্চার্য হয়ে বললো: এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকলো? দাদাজান বললেন: হ্যাঁ বৎস! এক সপ্তাহ পর্যন্ত! আবারো জুমার দিন এসে গেলো। প্রতি জুমার ন্যায় এইদিনও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের ইসলামের কথা শিখাতে থাকেন, এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো: বৃষ্টি অনেক বেশি হয়ে গেছে, এবার দোয়া করুন যে, বৃষ্টি যেনো থেমে যায়। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো দোয়া করেন: হে **আল্লাহ**! মদীনায় যেনো বৃষ্টি না হয়, মদীনার বাইরে যেনো বৃষ্টি হয়। হে **আল্লাহ**! নদীতে, উঁচু স্থানে ও গাছ জন্মানোর জায়গায় বৃষ্টি প্রেরন করো।

দাদাজান বলেই চললেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার পর বৃষ্টি একেবারে থেমে গেলো, মদীনায় বৃষ্টির একটি ফোঁটাও আর পরলো না আর মদীনার বাইরে একমাস পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকলো। (মুসলিম, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৭৮, ২০৮০)

দাদাজান শিশুদের জিজ্ঞাসা করলেন: এখন বলো! এই ঘটনায় আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কতটি মুজিযা রয়েছে? সুহাইব তাড়াতাড়ি বললো: ১টি বৃষ্টির মুজিযা। উম্মে হাবীবা ও খুবাইব বললো: না দাদাজান, ২টি মুজিযা রয়েছে। দাদাজান তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন: ৪টি মুজিযা রয়েছে। সুহাইব বললো: কি কি দাদাজান? দাদাজান বললেন: (১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া সাথেসাথে কবুল হওয়া (২) আবারো দোয়ার ফলে সাথেসাথেই বৃষ্টি থেমে যাওয়া (৩) মদীনায় বৃষ্টি না হওয়া (৪) মদীনার বাইরে বৃষ্টি হওয়া।

শিশুরা খুশি হয়ে বলতে লাগলো: বাহ! سُبْحٰنَ اللهِ! আজ তো একটি ঘটনায় ৪টি মুজিযা শুনলাম। দাদাজান বললেন: আচ্ছা ঠিক আছে! তোমরা তোমাদের কাজ করো, ততক্ষণ আমি একটু আরাম করে নিই।

এসো বাচ্চারা হাদীসে রাসূল শুনি

প্রিয় নবীর ভালবাসা

মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিজের সন্তানদের উত্তম বিষয় শিখাও (এর মধ্যে প্রথমটি হলো): حُبَّ نَبِيِّكُمْ অর্থাৎ নিজের নবীর ভালবাসা শিখাও। (জামেয়ে সগীর, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১১)

এই হাদীসে পাকে সন্তানদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা শিখানোর কথা ইরশাদ করা হয়েছে।

প্রিয় বাচ্চারা! **রাসূলের** ভালবাসা একজন মুমিনের জীবন, এটা কখনোই শেষ না হওয়া একটি সম্পদ, এই মহান সম্পদ প্রত্যেকে পায় না, **রাসূলের** ভালবাসার শিক্ষা **আল্লাহ পাক** দিয়েছেন, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা পোষণকারীদের **আল্লাহ পাক** প্রশংসা করেছেন ও তাদেরকে সফল মানুষ ইরশাদ করেছেন, **রাসূলের** ভালবাসা জান্নাত লাভ করা এবং **আল্লাহ পাকে**কে সন্তুষ্ট করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। **রাসূলের** ভালবাসা ঈমানের পূর্ণতার নির্দশন। একটি হাদীসে পাকে রয়েছে, বান্দা যতক্ষণ নিজের পিতামাতা, সন্তান এবং সারা পৃথিবীর চেয়ে বেশি **আল্লাহ পাকের নবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসবে না, তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। (বুখারী, ১/১৭, হাদীস ১৫)

এই কারণেই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অধিকহারে ভালবাসতেন এবং তাঁদের ধরনও অনন্য ছিলো। হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ভালবাসেন? তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: **আল্লাহর** শপথ! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট আমাদের সম্পদ, সন্তান, পিতামাতা এবং প্রচন্ড পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় (পছন্দনীয়)। (আশ শিফা, ২/২২)

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন অযু করতেন তখন সাহাবারা অযুর পানি নিচে পরতে দিতেন না বরং নিজের হাতে নিয়ে নিতেন এবং চেহারায় মালিশ করতেন, রাসূলে পাক যেই কাজে নিষেধ করতেন তা থেকে বিরত থাকতেন, যেই কাজ করার আদেশ দিতেন, তার উপর আমল করতেন।

এই সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উচ্চ মর্যাদার ভালবাসা ছিলো, সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক আমলকে মনোযোগ সহকারে দেখতেন।

প্রিয় বাচ্চারা! যার প্রতি ভালবাসা ও প্রেম হয়ে থাকে, তার কথা মান্য করতে হয়, তার অনুসরন করতে হয়। এই কারণেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা পোষণকারীরা **তাঁর** কথা মানতেন, **তাঁর** সুন্নাতকে ভালবাসতেন এবং যেসকল বিষয়ে নিষেধ করছেন তা থেকে দূরে থাকতেন।

প্রিয় বাচ্চারা! আমাদেরও উচিৎ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা, **তাঁর** সুন্নাতের উপর আমল করা, **তাঁর** পবিত্র জীবনির কিতাব পাঠ করা, নিজের আম্মু, আব্বু, বড় ভাই বা পরিবারের যারা জানে তাদের থেকে জেনে নেয়া, মসজিদে জুমার নামাযের পর হওয়া দরূদ ও সালামে অংশ গ্রহণ করা, জশনে বিলাদতের জুলুশে আব্বু বা বড় ভাইয়ের সাথে অংশ গ্রহণ করা, মাদানী চ্যানেল দেখা এবং দরূদে পাকের আধিক্য করা, এতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। اِنْ شَآءَ الله

মেরে আ'নে ওয়ালি নসলে তেরী ইশক হি মে মচলেঁ
উনহে নেক তু বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে **তাঁর নবী**র প্রতি সত্যিকার ভালবাসার সামর্থ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলামী আকীদা ও তথ্যাবলী

যেই ব্যক্তিই সাহায্যের জন্য ডাকলো ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ

মাওলানা আদনান চিশতী আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক অসংখ্য গুণাবলী ও উৎকর্ষতার সমষ্টি, **তাঁর** একটি গুণ এটাও যে, **তিনি** ছিলেন সকল সৃষ্টির প্রার্থনা কবুলকারী, তাদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা পূরণকারী। দুঃখ কষ্ট ও পেরেশানগ্রস্থ সৃষ্টি **তাঁকে** ডাকে এবং নিজের আশানুযায়ী চাহিদা পেয়ে থাকে।

আল্লাহ রাব্বুল ইযযত সৃষ্টির মধ্যে নিজের পছন্দনীয় এবং মনোনীত বান্দাকেও এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন, সে সৃষ্টির কাজে আসে, **আল্লাহ**র দানক্রমে তাদের আবেদন শুনে ও পূরণ করে থাকে।

মনে রাখবেন! আমরা ইসলামের অনুসারীদের আকীদা ও ঈমান হলো, আসল সাহায্যকারী শুধুমাত্র **আল্লাহ পাক**ই, বাকী সবাই **তাঁর**ই দানক্রমে ও দয়াতেই সাহায্য করে থাকে আর এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তবে নিশ্চয় **আল্লাহ** **তাঁর** সাহায্যকারী এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ! এবং এরপর ফিরিশতাগণ সাহায্যকারী রয়েছে। (পারা ২৮, তাহরীম, ৪)

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে রয়েছে: **নবীয় করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কারো কোন জিনিস হারিয়ে যায় বা সাহায্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু এমন জায়গায় রয়েছো, কোন সাহায্যকারী নেই তবে তার উচিৎ, এভাবে ডাকা: "يَا عِبَادَ اللهِ اَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ اَغِيثُونِي، فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ" হে **আল্লাহ**র বান্দা! আমাকে সাহায্য করো, হে **আল্লাহ**র বান্দা! আমাকে সাহায্য করো, কেননা **আল্লাহ** পাকের কিছু বান্দা রয়েছে, যাদেরকে আমরা দেখিনা। বর্ণনাকারী বলেন: "وَقَدْ جُرِّبَ ذٰلِكَ" এটা পরীক্ষিত। (মু'জামু কবীর, ১৭/১১৭, হাদীস ২৯০)

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের অসংখ্য গুণাবলী প্রকাশস্থল বানিয়েছেন। হাদীসে পাক ও পবিত্র জীবনির উপর

দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এই বিষয়টি দিনের বেলা প্রজ্জলিত সূর্যের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সৃষ্টির চাহিদা পূরণকারী এবং বিপদ দূরকারী। এই চাহিদা পূরণের গুণাবলী দ্বারা জ্বীন ও মানব, ছোট ও বড়, পশু ও পাখি, স্বপ্নে ও জাগ্রত সবাই বরকত লাভ করছে।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাহিদা পূরণ, বিপদ দূর করা এবং সাহায্য করার বিষয়টি অনেক প্রশস্ত ও বিস্তৃত, এই বিষয়ে জলিলুল কদর ইমাম হযরত আল্লামা আবু উবাইদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মূসা মালেকী মারাকাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৬৮২হিঃ) সম্পূর্ণ একটি কিতাব রচনা করেছেন, যা থেকে অনেক ওলামা ও মুহাদ্দীসিনরা উপকৃত হয়েছেন, এরই একটি ইবারত থেকে এই বিষয়টির বিস্তৃতি বুঝাতে পারা যায়, যেমনটি লিখেন: وَلَو تُتُبِّعَت هٰذَا الْفَنُّ لَحَفِيَتِ الْاَقْلَامُ وَ جَفّتِ الْمَحابِرُ وَ فَنِيَتِ الطُّرُوسُ فِي تَتَبُّعِهٖ وَالدَّفاتِرُ অর্থাৎ যদি এরূপ ঘটনাবলী জড়ো করা হয় তবে তা বিন্যাশ করতে কলম ভেঙ্গে যাবে, কালির দাওয়াত শুকিয়ে যাবে এবং কাগজ ও রেজিস্টার শেষ হয়ে যাবে। (মিসবাহুয যুলাম, ১০২ পৃষ্ঠা)

এখানে উল্লেখিত কয়েকটি ঘটনা দ্বারা নিজের ঈমানকে পোক্ত করুন;

পক্ষাঘাত দূর হয়ে গেলো: গ্রানাডার এক ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত হলো, ডাক্তারদের নিকট যার কোন চিকিৎসা ছিলো না। হযরত আবু আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই লোকের সুস্থতার জন্য **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে একটি আবেদন মদীনা তায়্যিবার যিয়ারতকারীর হাতে লিখে পাঠালেন, যার বিষয়বস্তু কিছুটা এরূপ ছিলো: এটি দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন রোগে আক্রান্তের আবেদন, যে **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওযার উসিলায় শিফা প্রার্থী, তার পা গুলো কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, সে শুধু হাতে ইশারা করতে পারে, ইয়া **খাতিমুর রুসুল**, হে **শাফায়াতকারী**, এটা এমন এক রোগীর আবেদন, যার অন্তর কান্না করছে আর দৃষ্টি লজ্জার কারণে নত হয়ে আছে, আপনার জাহেরী হায়াত এবং এর পরও আমরা আপনার প্রতি পূর্ণ আশাবাদি যে, আপনি নিশ্চিত বিপদও দূর করে দিবেন।

যখন সেই কাফেলা পবিত্র রওযায় হাজির হলো এবং আবেদন লিখা পংক্তিগুলো পাঠ করলো তখন সেই রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলো। যেই লোককে আবেদন দেয়া হয়েছিলো যখন সে ফিরে এলো তখন দেখলো কি যে, সেই রোগী এমন সুস্থ হয়ে গেছে, যেনো কখনো অসুস্থই ছিলো না। (মিসবাহুয যুলাম, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

আমাকে ডুবতে দিলেন না: হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী খাযরাজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, একবার আমি জারজার নামক স্থানে ছিলাম। সফরের জন্য আমি সামুদ্রিক পথ অবলম্বন করলাম, সমুদ্রে হঠাৎ এমন এক তুফান এলো, যার কারণে আমি ডুবতে বসেছিলাম, তখনই আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাহায্যের জন্য ডাকলাম, হঠাৎ অদৃশ্য থেকে একটি কাঠ দেখা গেলো, যার মাধ্যমে আমি কিনারায় পৌঁছে গেলাম।

এরপর বলেন: نَجَانِیَ اللّٰہُ بِاِسْتِغَاثَتِیْ بِالنَّبِیِّ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমাকে **তাঁর মাহবুবের** প্রতি ইস্তিগাসা করার কারণে মুক্তি দিলেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

চোর ডাকাত থেকে সুরক্ষিত করলেন: হযরত শায়খ আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন: আমি "সিরিয়া"র শহর হিমসে অবস্থান করছিলাম, আমার মনে এই খেয়াল সৃষ্টি হলো যে, আমি মিশর ভূমির যিয়ারত করি, কিন্তু যেহেতু মিশরের পথে ডাকাত ও কাফেরদের ভয় ছিলো, তো আমি আমার ইচ্ছা পরিবর্তন করলাম, এভাবে এক বছর পর্যন্ত সফর মুলতবি রাখলাম। একবার আমি ঘুমাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার ভাগ্য জেগে উঠলো, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করলাম, আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! (আমি মিশর যেতে চাই, অথচ পথে ডাকাত ও কাফেরদের ভয় রয়েছে) আমার আপনার পক্ষ থেকে সুরক্ষা দরকার। ইরশাদ করলেন: তোমার কোন বিষয়ে ভয়? আমি আবারো আমার ইচ্ছা প্রকাশ করে বললাম, আমি আপনার পক্ষ থেকে সুরক্ষা চাই। অতঃপর ইরশাদ করলেন: তোমায় কোন বিষয়ে ভয়? আমি তৃতীয়বার বললাম যে, আমার শত্রু অনেক বেশি। **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো ইরশাদ করলেন: তোমার কোন বিষয়ে ভয়? (যেনো **তিনি** ইরশাদ করছেন, আমি তোমার ফরিয়াদ কবুলকারী, তবে কোন বিষয়ে তোমার ভয়) এমন সময় আমার চোখ খুলে গেলো। অতঃপর আমি হিমস থেকে মিশরের সফর এই অবস্থায় করলাম যে, আমার অন্তরে ভয়ের পরিবর্তে এখন প্রশান্তিই প্রশান্তি বিরাজ করছিলো এবং নিজের সাথীদের সাথে খুশি খুশি নিজের স্থানে পৌঁছে গেলাম। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **জানেন:** হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আজ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজায় প্রত্যেকে নিজের ভাষায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আবেদন করে থাকে, কোন অনুবাদকারী মাঝখানে থাকে না, সবারই শুনেন এবং বুঝেন, সবারই চাহিদা পূরণ করেন, এটাই হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল ভাষা জানার প্রমাণ। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৮)

যেহেতু আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু মানুষেরই নবী নন বরং সকল সৃষ্টির প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তাই **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিপদ দূরীকরণের এই ফয়যান শুধু মাত্র মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তিনি বিপদে লিপ্ত পশু, পাখি এমনকি নিস্প্রাণ জিনিসেরও ফরিয়াদ শুনেন, ভাষা বুঝেন এবং তাদের সাহায্যও করেন, যেমনটি হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে তো আরবী ভাষী ছিলেন কিন্তু সকল ভাষা বুঝতেন, এমনকি পশুদের ভাষাও বুঝতেন, তাই তো উটেরা, পাখিরা **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ করেছে আর দানও পেয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১১৯) তিনি আরো বলেন: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام শুধুমাত্র পাখি, পিঁপড়ার ভাষা বুঝতেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গাছ ও পাথর, জল ও স্থলের সকল সৃষ্টির ভাষা জানেন, **রাসূলে পাক**

হলেন চাহিদা পূরণকারী, বিপদ দূরকারী। এটা হলো ঐ মাসআলা, যা পশুরাও মান্য করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/২৩৯)

পেরেশানগ্রস্থ উট, হরিণ ও পাখিকে সাহায্য করার অনেক ঘটনা মুহাদ্দীসিনে কিরাম নিজেদের কিতাবে উল্লেখ করেন।

হাঁ এহি করতি হে চিড়ইয়াঁ ফরিয়াদ হাঁ এহি চাহতেহে হিরণী দাদ

ইসি দর পর শুতারানে নাশাদ গালা রঞ্জ ও এনা করতে হে

অসুস্থতা দূর করলেন: বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা কারক হযরত ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৯২৩ হিঃ) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন: একবার আমার এমন রোগ হলো, যার চিকিৎসায় সকল ডাক্তার অপারগতা প্রকাশ করলো। আমি কয়েক বছর পর্যন্ত এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ছিলাম। একবার আমি মক্কা শরীফে হাজির হলাম এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরোগ্যের জন্য ইস্তিগাসা (ফরিয়াদ) করলাম, এই সময়ে আমার চোখ লেগে গেলো, স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার নিকট এলো, যার নিকট কাগজ ছিলো, তাতে এই ইবারত লিখা ছিলো: هَذَا دَوَاءُ دَاءِ اَحْمَدَ بْنِ الْقَسْطَلَّانِي مِنَ الْحَضْرَةِ الشَّرِيْفَةِ بَعْدَ الْاِذْنِ الشَّرِيْفِ অর্থাৎ এই ঔষধ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে আহমদ বিন কাস্তালানির রোগের জন্য, অনুমোদনের পর। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আমার কোন রোগ ছিলো, **আল্লাহর** শপথ! আমার রোগ দূর হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বলেন: وَحَصَلَ الشِّفَاءُ بِبَرَكَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم অর্থাৎ আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে আরোগ্য লাভ করলাম। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

জ্বীন থেকে মুক্তি দিলেন: হযরত ইমাম কাস্তালানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য নিজের আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করেন: আমি ৮৮৫ হিঃ পবিত্র যিয়ারতের পর মক্কার পথে মিশরের দিকে যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে আমার খাদেমার উপর জ্বীনের আসর হলো। সে অনেকদিন এই রোগে আক্রান্ত ছিলো। অতঃপর আমি তার আরোগ্যের জন্য **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ করলাম, যার পরপরই আমি একটি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি এলো, যার সাথে সেই জ্বীনও ছিলো, যে আমার খাদেমার উপর আসর করেছিলো। সেই ব্যক্তি বললো যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জ্বীনকে তোমার নিকট পাঠালেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং সে ওয়াদা করেছে, এখন আর এদিকে আসবে না। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আমার খাদেমাকে একেবারে শান্ত পেলাম। এখন সে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

এরূপ আরো ঘটনাবলী পাঠ করে ঈমানকে সতেজ করার জন্য ইমাম মুহাম্মদ বিন মূসা মারাকাশি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব **"মিসবাহুয যুলাম"** হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব **"শাওয়াহিদুল হক"** ও **"হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন"** অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী।

৮০০ বছর পূর্বে মিলাদ মাহফিলের আজিমুশশান ধরন

মাওলানা ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী মাদানী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ মুসলমানরা **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত দিবস বিভিন্ন ভাবে খুবই আনন্দ উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করে থাকে, কেউ মক্কা মুকাররমায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের স্থানে গিয়ে মিলাদ উদযাপন করতো, তো কেউ রওযায়ে রাসূলে হাজিরী দিয়ে বা সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে মিলাদ উদযাপন করতো, কেউ মাওলুদ শরীফ (**নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের ঘটনাবলী, জীবনি, মুজিযা ও উৎকর্ষতা) পাঠ করে মিলাদ উদযাপন করতো, তো কেউ নাতে রাসূল পাঠ করে খুশি প্রকাশ করতো, কেউ গলি, মহল্লা ও ঘর সাজিয়ে মিলাদ উদযাপন করতো, তো কেউ সদকা ও খয়রাত এবং নিয়ায বিতরণ করে মিলাদ উদযাপন করতো। মোটকথা নেকী ও খুশির ঐ সকল পদ্ধতি যা ইসলামী শরীয়তে নিষেধ নয় তার মাধ্যমে মিলাদের খুশি উদযাপন করা যায়।

আসুন! সাতশত হিজরীর এক আশিকে রাসূল বাদশাহর ঈদে **মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপনের অনন্য ধরন পাঠ করে নিজের অন্তরকে রাসূলের ইশক ও ভালোবাসায় উজ্জীবিত করি:

ইরবিলের সুলতান আবু সাঈদ মুযাফফর (ওফাত: ৬৩০ হিঃ) মুত্তাকী ও পরহেযগার, দানশীল, সহসী ও উদ্দীপ্ত, বীর, বুদ্ধিমান, আলিম এবং ন্যায় পরায়ন হওয়ার পাশাপাশি দ্বীনের খেদমত ও ইশকে রাসূলের অশেষ নেয়ামতে সমৃদ্ধ ও নিজের যুগের সূফী ও ওলামাদের খেদমতকারী বাদশাহ ছিলেন।

তিনি কা'সিউন পাহাড়ের নিকট একটি মসজিদ "আল জামেউল মুযাফফরী" নামে নির্মাণ করেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম সম্মিলিতভাবে মিলাদ মাহফিলে আয়োজন করে মিলাদ উদযাপন করেন, অতএব ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "হুসনুল মাকাসাদ ফি আমালিল মাওলিদ" এ লিপিবদ্ধ করেন: মাহফিলের আকারে মিলাদ উদযাপনের শুরু ইরবিলের বাদশা আবু সাঈদ মুযাফফর করেছে, যাকে মহা মর্যাদাময় বাদশাহদের মধ্যে ও দয়ালু শাসকদের মধ্যে গন্য করা হয়। (হুসনুল মাকাসিদে ফি আমালিল মাওলিদ, ৪১ পৃষ্ঠা) ইমাম ইবনে কাসীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "আল বেদায়া ওয়ান

নিহায়া” এর মধ্যে বলেন: সুলতান আবু সাঈদ মুযাফফর রবিউল আউয়ালের মুবারক মাসে আজিমুশ্শান ইজতিমার আয়োজন করে মিলাদ শরীফ উদযাপন করতেন, শায়খ আবুল খাত্তাব ওমর বিন দাহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে “আত তানভিরে ফি মাওলিদিল বাশির ওয়ান নাযির” নামে একটি কিতাব লিখেন, বাদশা আবু সাঈদ মুযাফফর শায়খকে তা লিখার জন্য এক হাজার দীনার উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন; বাদশাহ মুযাফফর প্রতি বছর **মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহফিলে তিন লাখ দীনার খরচ করতেন এবং মেহমানদের জন্য এক লাখ দীনার খরচ করতেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৯/১৮) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমাম শামসুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ প্রকাশ ইবনে খাল্লিকান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরবিলের বাদশা মুযাফফারুদ্দীনের দানশীলতা, সদকা ও খয়রাত এবং ভাল কর্মের বর্ণনা করার পর বলেন: তাঁর মিলাদের মাহফিলের বর্ণনা করা সাধ্যের বাইরে, প্রতি বছর মিলাদ মাহফিলে ইরবিলের নিকটবর্তী শহরে, যেমন; বাগদাদ, মওসুল, সাঞ্জার ও জাযীরা ইত্যাদি থেকে অসংখ্য লোক এতে অংশ গ্রহণ করতো, যাতে ফুকাহা, সুফী, ওয়ায়েজিন, কারী এবং শায়েরও অন্তর্ভূক্ত থাকতো আর তাদের আগমনের শুরু মুহাররাম মাস থেকে রবিউল আউয়ালের শুরু পর্যন্ত চলতো, ২০ বা এর চেয়ে বেশি কাঠের খিলান বানানো হতো, প্রতিটি খিলান চারটি বা পাঁচটি দরজা সম্বলিত হতো, **মিলাদুন্নবী**র রাতে কেল্লায় অনেক প্রদীপ জ্বালানো হতো, **মিলাদুন্নবী**র সকালে সূফী, ফুকাহা, ওয়ায়েজিন, কারী এবং শায়েরদের উন্নত পোশাক উপহার হিসেবে দেয়া হতো আর সর্বসাধারণ, ফকীর, গরীব, মিকিন সবার জন্য ব্যাপক হারে উন্নতমানের বিবিন্ন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হতো। (ওয়াফিয়াতুল আয়ান, ৩/৫৩৬,৫৩৭,৫৩৮) ইমাম শামসুদ্দীন ইউসুফ প্রকাশ সিবতে ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সময়ে ইরবিলের বাদশাহ মুযাফফরের দস্তরখানায় উপস্থিত হওয়া এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো যে, দস্তরখানায় ৫ হাজার ভূনা ছাগল, ১০ হাজার মুরগী, ১ লাখ দুধ ভর্তি মাটির পাত্র এবং ৩০ হাজার মিঠায়ের থালা থাকতো। (মিরাতুয যামান, ২২/৩২৪। খোলাসাতুল আসার, ৩/২৩৩)

মিলাদ মাহফিলে বাদশাহ ইরবিলের খরচ যদি দেশীয় কারেন্সি অনুযায়ী হিসাব করা হয় তবে তা কোটি নয় বরং শত কোটি টাকার উপরে হয়ে যাবে, পূর্বেকার যুগে এক দীনার প্রায় এক তোলা স্বর্ণের এক চতুর্থাংশের সমান ছিলো, এভাবে তিন লাখ দীনার ৭৫ হাজার তোলার স্বর্ণের সমান হয়, আর ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং বাংলাদেশে ২২ ক্যারেট প্রতি তোলা স্বর্ণের দাম ছিলো ৮৩ হাজার ২শত আশি টাকা যাকে ৭৫ হাজার দিয়ে গুন করলে তবে ৬ বিলিয়ন ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা হয়।

পাঠকবৃন্দ! ইরবিলের বাদশাহর **মিলাদুন্নবী** উদযাপনের এই ঘটনা অসংখ্য ওলামা ও মাশায়িকে কিলাম তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং এর প্রশংসাও করেছেন, যেমনটি

ইমাম ইবনে কাসির, ইবনে খালকান, সিবতে ইবনে জাওযী ও ইমাম সূয়ুতীর পাশিপাশি ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী **"তারিখুল ইসলাম"** ✯ ইমাম মুহাম্মদ ইউসুফ আস সালিহ **"সবলুল হুদা ওয়ার রুশদ"** ✯ আল্লামা আব্দে আলহা ইবনে আহমদ প্রকাশ ইবনুল এমাদ আল হাম্বলী **"শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারে মান যাহাব"** ✯ আল্লামা কাস্তালানী **"শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিব"** ✯ আল্লামা আবু যর আহমদ বিন ইব্রাহিম **"কুনুযুয যাহাব ফি তারিখে হালব"** ✯ আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সালিম হামভী শাফেয়ী **"মুফাররীজু কুরুব ফি আখবারি বানী আইয়ুব"** এর মধ্যে ঈমানোদ্দীপক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এগারোশত হিজরীর মহান মুহাদ্দীস ও হাদীসের ব্যাখ্যাকারক মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মিলাদুন্নবী** সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নিজের পুস্তিকা **"আল মাওরিদুর রাভী ফিল মাওলিদিন নাবাবী"** এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের আশিক ও ইরবিল বাদশাহর খাবারের আয়োজনের কথা উল্লেখ করার পর লিখেন: যখন আমি জাহেরী দাওয়াত ও খাবারের আয়োজন থেকে বিরত হয়ে গেলাম তখন আমি এই পৃষ্ঠাগুলো লিখে দিলাম (অর্থাৎ পুস্তিকা **"আল মাওরিদুর রাভী ফিল মাওলিদুন নাবাবী"** লিখে দিলাম) যাতে এটি অর্থবোধক যিয়াফত হয়ে যায় আর যুগের পাতায় সর্বদা বিদ্যমান থাকে, বছরের কোন মাসের সাথে যেনো বিশেষায়িত না হয়।
(রাসায়িলে মোল্লা আলী কারী, আল মাওরিদুর রাভী ফিল মাওলিদিন নাবাবী, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! আসলাফে কিরাম ও মুহাদ্দীসিনে এজামের উল্লেখিত ধরন এবং বাণীকে সামনে রেখে আমাদেরও উচিৎ, **আল্লাহ** পাকের পথে খরচ করার অন্যান্য মাধ্যম গ্রহণ করার পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী **মিলাদুন্নবী**র সময়ে মিলাদ মাহফিলেরও ব্যবস্থা করা এবং এর বরকতে উপকৃত হওয়া।

মাদ্দাহুল হাবীব মাওলানা জামিলুর রহমান কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নাতের সংকলন **"কাবালায়ে বখশীশ"** এ বলেন:

বে আদব দুশমনে দ্বীঁ মাহফিলে মিলাদ হে ইয়ে
উন কে উশশাক হি কুছ ইস কা মজা জানতে হে
(কাবালায়ে বখশিশ, ২০৪ পৃষ্ঠা)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

অক্টোবর ২০২২ইং

মুফতী হাশিম খান আত্তারী মাদানী

নরম ও ছিদ্রযুক্ত ফোমে নামায পড়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, আমাদের মসজিদে চাটাইয়ের নিচে একটি ফোম বিছানো হয়েছে, যাতে সিজদা করাতে কপাল ভালভাবে লেগে থাকে না আর সিজদায় মাটির কঠিনত্বও অনুভব হয়না বরং যদি কপালকে আরো চাপ দেয়া হয়?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যেই ফোমের উল্লেখ করা হয়েছে, সিজদায় এতে কাপাল পুরোপুরি চাপানো যায়না, মাটির কঠিনত্ব অনুভব হয়না এবং আরো চাপ দিলে চেপে যায় তবে এরূপ ফোমে সিজদা করাতে সিজদা হবে না, অতএব নামাযও হবে না, মসজিদ কমিটির উপর আবশ্যক, তারা যেনো এরূপ ফোম নামাযের জায়গায় চাটাইয়ের নিচে না বিছায়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

লাটারির কার্ড এবং কূপন কেনাবেচা

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে,

(১) কিছু কিছু দোকানদার একটি বিশেষ ধরনের লটারি বিক্রি করে, যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, এতে একটি কার্ড কয়েকটি পিন সম্বলিত হয়ে থাকে, গ্রাহক একটি কুপন স্ক্রাচ করার জন্য পাঁচ টাকা দিয়ে থাকে, অনেক সময় তো বিশেষ পরিমাণে এরচেয়েও বেশি টাকা বের হয়, যা দোকানদার নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে থাকে এবং অনেক সময় কূপন একেবারে খালি থাকে আর গ্রাহকের টাকা দোকানদারের নিকট চলে যায়, একটি কার্ডের সকল কূপন যখন বিক্রি হয়ে যায় তখন শেষে দোকানদারের প্রায় একশত পঞ্চাশ টাকা লাভ হয়ে থাকে আর যাদের কূপন খালি থাকে তাদের টাকা নষ্ট হয়ে যায়, এখন শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করুন যে, এরূপ লটারি রাখা ও বিক্রি করা কি জায়িয?

(২) যদি এরূপ লটারি বিক্রি করা নাজায়িয হয় তবে যেই দোকানদার এরূপ লটারি বিক্রি করছে বা যারা এরূপ লটারি কিনছে তাদরে জন্য কি হুকুম?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

(১) লটারির যেই সিস্টেমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তা শরয়ীভাবে নাজায়িয ও হারাম, কেননা এটা জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত আর জুয়া শরয়ীভাবে নাজায়িয ও হারাম।

এর বিস্তারিত বিবরণ হলো যে, এই সিস্টেমে হয়তো কূপন স্ক্রাচকারীর পাঁচ টাকা নষ্ট হয়ে যাবে নয়তো তাকে দোকানদারের পক্ষ থেকে বিশেষ পরিমাণে অধিক টাকা পাওয়া যাবে, এতে দোকানদার হয়তো গ্রাহক থেকে পাঁচ টাকা পেয়ে যাবে নয়তো তাকে নিজের পক্ষ থেকে অধিক টাকা দিতে হবে, এই বিষয়ের নামই হলো জুয়া, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাতে অসংখ্য দলীল রয়েছে।

(২) যেই দোকানদার এরূপ লটারি বিক্রি করছে বা যারা এরূপ লটারি কিনছে, তাদের উপর আবশ্যক যে, সত্যিকার তাওবা করা এবং কূপন খালি বের হওয়ার কারণে যাদের টাকা দোকানদারের নিকট চলে গিয়েছিলো, দোকানদার তাদের টাকা তাদেরকে আর যদি তারা না থাকে তবে তাদের ওয়ারিশকে ফিরিয়ে দিবে আর যদি তাদের ব্যাপারে বা তাদের ওয়ারশিদের ব্যাপারে কিছু না জানে, কে কে ছিলো তবে তাদের নিয়্যতে খয়রাত করে দিবে আর যারা দোকানদার থেকে বিশেষ পরিমাণে অধিক টাকা নিয়েছে, সবই দোকানদারকে ফিরিয়ে দিবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিড়ালের কান্নাকে অপয়া বা ধ্বংস ও ইন্তিকালের কারণ মনে করা

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমাদের এখানে বিড়ালের কান্নাকে অপয়া মনে করা হয়, আর এটা ভাবা হয়, যেই মহল্লা বা ঘরে রাতের বেলা বিড়াল কান্না করে সেখানে অবশ্যই কোন বিপদ আসবে বা কেউ ইন্তিকাল করবে। এই বিষয়টি কি শরয়ীভাবে বিশুদ্ধ?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

বিড়ালের কান্নাকে অপয়া মনে করা এবং এরূপ ভাবা যে, বিড়ালের কান্নায় বিপদ আসে বা কেউ ইন্তিকাল করে, এটা কুসংস্কার এবং কোন কিছু থেকে কুসংস্কার গ্রহণ করা নাজায়িয ও গুনাহ।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুক্তাদী আত্তাহিয়াত সম্পূর্ণ পড়ার পর ইমামের অনুসরন করবে

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, ইমাম যদি কাদায়ে উলায় (প্রথম বৈঠকে) মুক্তাদীর তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করার পূর্বে দাঁড়িয়ে যায় বা কাদায়ে আখিরায় (শেষ বৈঠকে) মুক্তাদীর তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করার পূর্বে

সালাম ফিরিয়ে নেয় তবে উভয় অবস্থায় মুক্তাদীর উপর তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করা আবশ্যক নাকি সম্পূর্ণ করা ব্যতীত সাথেসাথে ইমামের অনুসরন করা জরুরী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরীয়তের বিধানের আলোকে নামাযের ফরয ও ওয়াজিবে কোন প্রকার দেরী করা ব্যতীত ইমামের অনুসরন করা ওয়াজিব, কিন্তু যদি ইমামের অনুসরন করতে গিয়ে কোন ওয়াজিব বর্জন করতে হয় তবে সেখানে মুক্তাদীর জন্য হুকুম হলো, সে প্রথমে এই ওয়াজিব আদায় করবে অতঃপর ইমামের অনুসরন করবে আর যেহেতু তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করা ওয়াজিব, অতএব জিজ্ঞাসিত অবস্থায় ইমাম যদি কাদায়ে উলায় মুক্তাদীর তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করার পূর্বে দাঁড়িয়ে যায় তবে তার জন্য হুকুম হলো যে, প্রথমে তাশাহুদ পূর্ণ করবে অতঃপর দাঁড়িয়ে ইমামের অনুসরন করবে, অনুরূপভাবে যদি কাদায়ে আখিরায় মুক্তাদীর তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করার পূর্বেই ইমাম সালাম ফিরিয়ে দেয় তবে মুক্তাদী প্রথমে তাশাহুদ (عبدہ ورسولہ পর্যন্ত) সম্পন্ন করবে অতঃপর সালাম ফিরাবে আর যদি মুক্তাদী তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করে নিলো এবং দরূদে পাক বা দোয়া পাঠ করছিলো, এমন সময় ইমাম সালাম ফিরিয়ে নিলো তবে এবার তার জন্য হুকুম হলো, সাথেসাথেই ইমামের অনুসরন করে সালাম ফিরিয়ে নেয়া।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রবিউল আউয়ালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

৫ রবিউল আউয়াল

৫০ হিঃ ওরশ শরীফ

রাসূলের নাতি, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮ হিঃ, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯-১৪৪১ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"ইমাম হাসানের ৩০টি ঘটনাবলী"** পাঠ করুন।

১০ রবিউল আউয়াল

১০ হিঃ ওরশ শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইব্রাহিম ইবনে রাসূলুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** ৬৮৮ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

১২ রবিউল আউয়াল বিলাদত দিবস

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯-১৪৪৩ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আখেরী নবী কি পেয়ারি সীরাত"** পাঠ করুন।

১২ রবিউল আউয়াল

২৪১ হিঃ ওফাত দিবস

হাম্বলিদের ইমাম হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার সাপ্তাহিক পুস্তিকা **"ফয়যানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল"** পাঠ করুন।

১৩ রবিউল আউয়াল

২২৭ হিঃ ওফাত দিবস

প্রসিদ্ধ অলিউল্লাহ হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৮৪-৮৭ পৃষ্ঠা"** পাঠ করুন।

১৪ রবিউল আউয়াল

৯৪ হিঃ ওফাত দিবস

আসিরে কারবালা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যায়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ৫১-৫৪ পৃষ্ঠা"** পাঠ করুন।

১৪ রবিউল আউয়াল

১৭৯ হিঃ ওফাত দিবস

মালেকীদের ইমাম

হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার সাপ্তাহিক পুস্তিকা **"ইমাম মালিকের ইশকে রাসূল"** পাঠ করুন।

২০ রবিউল আউয়াল

১৪১৩ হিঃ ওফাত দিবস

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত

মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ ও ১৪৪১ হিঃ এবং **"ওয়াকারুল ফতোয়া, ১ম খন্ড, ১-৩৮ পৃষ্ঠা"** পাঠ করুন।

২১ রবিউল আউয়াল

১০৫২ হিঃ ওফাত দিবস

শায়খে মুখাক্কিক হযরত আল্লামা শায়খ

আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক **ফয়যানে মদীনা**, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ এবং ১৪৪২ হিঃ পাঠ করুন।

রবিউল আউয়াল

৫০ হিঃ ওফাত মুবারক

উম্মুল মুমিনীন হযরত

সায়্যিদাতুনা জুয়াইরিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৯, ১৪৪১ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে উম্মাহাতুল মুমিনীন"** পাঠ করুন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

" ফয়যানে মদীনা" এর সংখ্যাগুলো দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এবং মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনে বিদ্যমান রয়েছে।

মহিলাদের প্রিয় নবীর ﷺ উপদেশ

রবিউল আউয়াল **প্রিয় আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের পবিত্র মাস, উম্মতে মুসলিমা এই মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে থাকে, মাহফিল করা ও ইশকে রাসূলকে জাগ্রত করার প্রচুর আয়োজন করে থাকে। এই সুযোগে আমাদের **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার সত্যিকার প্রমাণ দিয়ে নিজের আমলী জীবনকে **তাঁর** শিক্ষা অনুযায়ী অতিবাহিত করার দৃঢ় সংকল্প ও এই শিক্ষার উপর আমলকারী হওয়া উচিৎ।

এই বিষয়বস্তুতে মহিলাদেরকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদকৃত কয়েকটি উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হলো। নিজেও পড়ুন, আমলও করুন এবং অপর মহিলাদের সাথে শেয়ারও করুন:

☆ হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওফাতের রোগের (অসিয়ত) করতে থাকেন যে, নামায নিয়মিত আদায় করতে থাকো এবং গোলামদের প্রতি খেয়াল রাখো। **(ইবনে মাজাহ, ২/২৮২, হাদীস ১৬২৫)** ☆ হযরত ইউসাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا সর্বদা **আল্লাহ পাকের** তাসবীহ ও তাহলিলে লিপ্ত থাকতেন। তিনি বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে মহিলারা! **আল্লাহ পাকের** তাসবীহ ও তাহলিল এবং তাকদীস (অর্থাৎ سُبۡحٰنَ الله, لَا اِلٰهَ اِلَّا الله এবং سُبُّوۡحٌ قُدُّوۡسٌ رَبُّ الۡمَلٰٓئِکَةِ وَالرُّوۡح) নিজের উপর আবশ্যক করে নাও আর তা নিজের (আঙ্গুলের) ভাজে গননা করো, কেননা একে (আঙ্গুল) সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হবে এবং এতে জিজ্ঞাসা করা হবে, আর কখনোই উদাসীন হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের রহমত থেকে দূর করে দেয়া হবে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৮২, হাদীস ১৫৩৬)** ☆ **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত কিসরা কিন্দিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন, এর উপর চিন্তাভাবনা করুন: হে কিসরা! গুনাহ করার সময় **আল্লাহ পাককে** স্মরন করো (এবং গুনাহ থেকে বিরত হয়ে যাও, তবে) **আল্লাহ পাক** তোমায় মাগফিরাতের সময় স্মরন করবেন। নিজের স্বামীর আনুগত্য করো তবে দুনিয়া ও আখিরাতের অনিষ্ট থেকে তোমার নিরাপত্তা লাভ হবে। নিজের পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো, তবে তোমার ঘরে কল্যাণ ও বরকতের আধিক্য হবে। **(আল ইস্তিয়াব, ৪/৪৫৯)**

☆ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধমা হযরত উম্মে ফারওয়াহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: **হুযুরে আকরাম**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: যখন বিছানায় আরাম করতে যাবে তখন সূরা কাফেরুন পাঠ করে নাও, এটা শিরক থেকে মুক্তির উপায়। (আল আসাবা, ৮/৪৫১) ✯ একবার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে সায়িব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন দেখলেন তিনি কাঁপছিলেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি আরয করলেন: জ্বরের কারণে। অতঃপর বলতে লাগলেন: **আল্লাহ পাক** এতে বরকত না দিক, তখন তাঁর এই কথায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: জ্বরকে মন্দ বলোনা! এটা আদম সন্তানের গুনাহকে এমনভাবে দূর করে, যেমনটি (লোহার) চুল্লি লোহা থেকে ময়লা দূর করে। (আল আসাবা, ৮/৩৯৯) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে ইরশাদ করেন: উত্তম জিনিসের (রুটির) সম্মান করো, কেননা এটি যেই জাতি থেকে চলে গেছে দ্বিতীয়বার ফিরে আসেনি। (ইবনে মাজাহ, ৪/৫০, হাদীস ৩৩৫৩) ✯ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে মুসলমান মহিলারা! কোন মহিলা প্রতিবেশির প্রেরণ করা জিনিসকে নিকৃষ্ট মনে করো না, যদিও তা ছাগলের খুরও হোক না কেন। (বুখারী, ৪/১০৪, হাদীস ৬০১৭) এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, প্রতিবেশিকে উপহার দেয়ার জন্য যদি মহিলার নিকট সামান্য জিনিস ব্যতীত আর কিছু না থাকে, তবে উপহার দেয়াতে বিরত থাকবে না বরং সামর্থ্য অনুযায়ী সম্ভব দিয়ে দিন। (উমদাতুল ক্বারী, ৯/৩৭৮, ২৫৬৬ নং হাদীসের পাদটীকা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের উচিৎ, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐসকল মুবারক বাণীর উপর আমল করা, যাতে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব হয়।

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআল

স্ত্রী বিনা অনুমতিতে স্বামীর মোবাইলে হোয়াটসআপ মেসেজ ইত্যাদি কি চেক করতে পারবে?

অক্টোবর ২০২২ ইং

মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

স্ত্রী বিনা অনুমতিতে স্বামীর মোবাইলে হোয়াটসআপ মেসেজ ইত্যাদি কি চেক করতে পারবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, স্ত্রী কি তার স্বামীর মোবাইলে হোয়াটসআপ ইত্যাদির মেসেজ বিনা অনুমতিতে এই নিয়্যতে চেক করতে পারবে, আমার স্বামী কার কার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই সংবেদনশীল ও বিশ্বাসের সম্পর্ক, যদি পরস্পরের মাঝে বিশ্বাস বহাল থাকে তবে এই সম্পর্কও স্থায়ী আর যদি বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়, তবে এই সম্পর্কও ভেঙ্গে যায়, ছোট ছোট বিষয়ে একে অপরের প্রতি সন্দেহ করতে থাকে আর একে অপরের গোপন বিষয় জানার পেছনে লেগে থাকে ইত্যাদি, এ ধরনের বিষয় সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, অতএব সম্পর্ককে বহাল রাখার জন্য স্বামী স্ত্রীর এরূপ কাজ করা থেকে বিরত থাকা জরুরী। প্রশ্নের উত্তর হলো, স্ত্রী নিজের স্বামীর মোবাইল বিনা অনুমতিতে চেক করতে পারবে না। এর অনেক কারণ রয়েছে:

(১) এটি হলো অন্যের চিঠি, মেসেজ বিনা অনুমতিতে দেখা ও অন্যের চিঠি বা মেসেজ অপ্রয়োজনে বিনা অনুমতিতে দেখা জায়িয নেই।

(২) এটি হলো মুসলমানের গোপন বিষয়ের পেছনে লেগে থাকা আর মুসলমানের গোপন বিষয়ের পেছনে লেগে থাকা জায়িয নয়।

(৩) এটি হলো মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা আর মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা করা হারাম।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

স্ত্রী (গর্ভবতী নয়) নিজের শাশুড়ির সাথে ঝগড়ার কারণে কি ইদ্দতের অবশিষ্ট অংশ নিজের বাপের বাড়িতে পালন করতে পারবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, এক মহিলা (গর্ভবতী নয়) যার স্বামী ইন্তিকাল হয়ে গেছে ও তার শাশুড়ি তার সাথে ঝগড়া করে তবে কি সেই মহিলা তার অবশিষ্ট ইদ্দত তার বাপের বাড়ি গিয়ে পালন করতে পারবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় এই বিধবা মহিলার নিজের বাপের বাড়িতে ইদ্দত পালন করা জায়িয নেই বরং তার সেই স্থানেই ইদ্দত পালন করা ফরয, যেখানে তাকে স্বামী রেখেছিলো। কেননা ইন্তিকালের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে যেই বাড়িতে রেখেছে মৃত্যুর পর স্ত্রীর সেই বাড়িতেই ইদ্দত পূরণ করা ফরয হয়ে থাকে আর বিধবা যদি গর্ভবতী না হয় তবে তার ইদ্দত পূর্ণ চার মাস দশ দিন হয়ে থাকে। এই সময়ে তার জন্য শরয়ী বিনা অপারগতায় সেই বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় ইদ্দত পালন করা জায়িয নয় আর শাশুড়ির তার সাথে ঝগড়া করা কোন শরয়ী অপারগতা নয়। তার উচিৎ, ঐ কারণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেয়া, যার কারণে শাশুড়ি তার সাথে ঝগড়া করছে এবং তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করবে, আর যদি বিনা কারণে ঝগড়া করে তবে এতে ধৈর্যধারণ করবে আর চুপ থাকবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জ্বীনদের ইশকে রাসূল ﷺ

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা ও ইশকের দৌলত মানুষ ব্যতীত জড় জগত, উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত এমনকি জ্বীনদেরও দান করা হয়েছে, অনুগত হওয়ার কারণে মানুষের ন্যায় অসংখ্য জ্বীনও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান এনে ইসলাম প্রচারের খেদমতে লিপ্ত ছিলো, যেমনটি ২৬তম পারা সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২ নং আয়াতে এবং সূরা জ্বীন এর প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে তাছাড়া এর তাফসীরে এই বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, জ্বীনদের জামাআত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত শুনলো, ইসলাম কবুল করলো অতঃপর নিজেদের সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনা ও নিজেদের ঈমান আনয়নের কথা উল্লেখ করলো এবং তাদেরকেও ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিলো। মনে রাখবেন! জ্বীনদের ভিন্ন ভিন্ন দল মাঝে মাঝে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়েছে, কুরআনে পাকও শুনেছে এবং ইসলামও কবুল করেছে, যেমনটি এমনই একটি ঘটনার ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন জ্বীনদের এই ঘটনা ভিন্ন আর কুরআনে মজীদে (সূরা জ্বীন এ) যেই ঘটনা উল্লেখ রয়েছে সেই ঘটনা ভিন্ন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/২৫৯)

ইসলাম কবুল করা ছাড়াও এমনও ঘটনা রয়েছে, যা তাদের **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রেম ও ভক্তি, আন্তরিক সম্পৃক্ততার পূর্ণ পরিচয় দান করে, কখনো এমন হলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এই জ্বীনরা নিজেদের কাজকর্মের ফয়সালার জন্য উপস্থিত হলো, তখন তাদের ফয়সালা করে দিলেন। (আল জামেউল আহকামুল কুরআন, আল আহকাফ, ২৯নং আয়াতের পাদটীকা, ১৬তম অংশ, ৮/১৫৩) কখনো এমন হলো, উপস্থিত হলো তো ফিরতী সফরের জন্য খোরাকের ফরিয়াদ করলো তখন তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হলো। (মু'জামু কবীর, ১০/৬৫,৬৬, হাদীস ৯৯৬৬, ৯৯৬৮) কখনো এরূপ হলো যে, হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর হাতে তাওবা

করা এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাহচর্য পাওয়া ইবলিশের নাতির ছেলে হামা উপস্থিত হলো আর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সালাম **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রদান করার পর কুরআন শিখার ইচ্ছা প্রকাশ করলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে কয়েকটি সূরা শিখানোর পর পরবর্তিতেও তাকে নিজের সাক্ষাতের জন্য আসতে থাকার প্রতি জোড় দিয়েছেন। (দালায়িলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ৫/৪১৮-৪২০) কখনো এরূপ হলো যে, হিজরতের সময় শানে মুস্তফা ও শানে সিদ্দিকীতে কসীদা পাঠ করে করে হিজরতের স্থান চিহ্নিত করেছে আর এভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থান সম্পর্কে অনবহিত আশিকানে রাসূলের শান্তনার উপলক্ষ্য করেছে। (লুকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, ১৭৮ পৃষ্ঠা) কখনো বিলাদতে মুস্তফার খুশিতে মিলাদের চর্চা করেছে তো কখনো রাসূলের শানে বেআদবদেরকে কর্মফল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে অনন্যভাবে ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যবাদীতার প্রচার করেছে, আসুন! জ্বীনদের ইশকে মুস্তফার ব্যাপারে ঈমান সতেজকারী দু'টি ঘটনা শুনি:

(১) জ্বীনদের মিলাদুন্নবী পালনের ধরন: হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত শরীফ হলে জবলে আবু কুবাইস এবং হাজুনের পাহাড়ে উঠে জ্বীনরা ঘোষণা করলো। হাজুনের পাহাড়ে জ্বীনেরা এই ঘোষণা করলো: "আমি শপথ করছি, না তো কোন মানব মহিলা এরূপ শান পেয়েছে, যেমনটি আমেনা পেয়েছে আর না কোন মহিলা এরূপ শান ও শওকত এবং গর্বিত গুণাবলী সম্পন্ন সন্তান প্রসব করেছে, যা আমেনার এখানে জন্ম নিয়েছে। ইনি হলেন **হযরত আহমদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সমস্ত গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, পিতামাতা এবং **তাঁর** শাহাজাদা উভয়েই সম্মানের যোগ্য ও অবশ্যই সম্মানিত।" আর জাবালে আবু কুবাইসে উপস্থিত জ্বীনেরা এভাবে ঘোষণা করলো: হে বাতহা (অর্থাৎ মক্কা মদীনা) এর অধিবাসীরা! সত্যকে মানতে ভুল করো না ও আলোকিত জ্ঞান দ্বারা এই সত্যকে স্পষ্ট করে নিবে, বনু হাজরা গোত্র, যা আদিকাল থেকে তোমাদের বংশেরই ছিলো এবং আজও তা তোমাদের সামনে, এই বংশের মৃত্যুবরনকারী ও বেঁচে থাকা মানুষের মধ্যে বা অন্যদের মধ্যেও, কেউ এমন একজন মহিলা তো দেখাও, যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতো পবিত্রাত্মা জন্ম দিয়েছে।

(লুকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

(২) মুস্তফার নবুয়তের সত্যতার পতাকাবাহী জ্বীন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতে কাফের সর্দাররা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং **তাঁকে** জাদুকর এবং মিথ্যুক বলে প্রসিদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো তবে যখন নিজেদের সাথী ওয়ালিদের সিদ্ধান্ত চাইলো তখন সে সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্য তিনদিনের সময় চাইলো এবং বাড়ি চলে গেলো, তার ঘরে স্বর্ণ ও রূপার দু'টি মূর্তি ছিলো, যাদেরকে সে জওহর ও দামী পোশাক পরিয়ে চেয়ারে বসিয়ে রেখেছিলো, সে লাগাতার তিনদিন এর প্রচুর ইবাদত করার পর

অনেক কান্নাকাটি করে নিজের মূর্তিকে বললো: নিঃস্বার্থ ইবাদতের ওয়াস্তা, আমাকে বলো, **মুহাম্মদ** কি সত্য নাকি নয়? এমন সময় একটি শয়তানী জ্বীন সেই মূর্তির ভেতর চলে গেলো, মূর্তিটি নড়াচড়া করতে লাগলো এবং বললো: **মুহাম্মদ** নবী নয়, কখনোই **তাঁকে** স্বীকার করবে না। ওয়ালিদ খুশি হয়ে গেলো এবং সে অন্যান্য কাফেরদেরও ডেকে মূর্তির বাজে প্রলাপ শুনালো, অতঃপর সেই দূর্ভাগারা বড় সমাবেশের ব্যবস্থা করে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও ডাকলো, নিজেদের মূর্তিকে বিভিন্ন রঙের পোশাক পরালো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সাথে নিয়ে তাশরীফ নিয়ে এলেন, কাফেররা মূর্তিকে সিজদা করলো অতঃপর ওয়ালিদ মূর্তিকে বললো: আমার মাবুদ! তুমি মুহাম্মদের ব্যাপারে তোমার মত প্রদান করো, মূর্তি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে বিশ্রী কথা বললো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন, পথে সবুজ পোশাক পরিহিত একজন আরোহী পেলেন, তার হাতে খোলা তরবারী ছিলো, যেখান থেকে রক্ত ঝরছিলো, আরোহী ঘোড়া থেকে নামলো এবং খুবই আদব সহকারে সালাম করলো এবং বললো: আমার নাম মাহিন বিন আবহার, তুর পর্বতে আমার ঘর, হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে ইসলাম কবুল করেছিলাম, আমি সফরে ছিলাম, দেশে ফিরে বাড়ি পৌঁছলে স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললো, মুসফার নামক জ্বীন আপনার সাথে বেআদবী করেছে, আমি তখনই তার সন্ধানে বের হয়ে গেলাম, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাকে পেয়ে গেলাম, আমি সেখানই তার মাথা উড়িয়ে দিয়েছি, এই তার মাথা এবং সে স্বয়ং কুকুরের আকৃতিতে সেখানে মরে পরে আছে। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার কথা শুনে খুশি হলেন তাছাড়া যখন পরদিন কাফেররা আবারো সমাবেশে এই হাবল নামক মূর্তিকে অলঙ্কার ও পোশাকে সাজিয়ে এবং তাকে সিজদা করে বললো, মুহাম্মদকে খারাপ কথা বলো, তখন মাহিন নামক এই জ্বীন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতিতে সেই মূর্তির মধ্যে গিয়ে বললো: "হে মক্কাবাসী! **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলে সত্য, **তাঁর** কথা এবং দ্বীন সত্য, **তিনি** তোমাদের বাতিলের জায়গায় সত্য গ্রহণ করার দাওয়াত দেয়, আর তোমরা ও তোমাদের মূর্তিরা বাতিল ও মিথ্যুক, নিজেরা পথভ্রষ্ট আর অপরকেও পথভ্রষ্টকারী, যদি তোমরা **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁকে সত্য না মানো তবে কিয়ামতের দিন দোযখ তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে, অতএব **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো, যিনি **আল্লাহ**র রাসূল এবং খোদার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।" নিজেদের মূর্তির মুখ থেকে একথা শুনে এক দিকে কাফেররা অগ্নিমূর্তি হয়ে গেলো বরং আবু জাহেল এটিকে উঠিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো এবং আগুনে নিক্ষেপ করে দিলো আর অপরদিকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই খুশি হলেন এবং **তিনি** এই জ্বীনের নাম আব্দুল্লাহ রাখলেন। (জামেয়েল মু'জিযাত, ৬ পৃষ্ঠা)

জাহেরী হায়াতে মুবারকার শেষ ৫ দিন

মাওলানা এজায নেওয়ায আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরামকে দুনিয়ায় মানুষের হেদায়তের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং সর্বশেষ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করেন, যখন দ্বীনে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং দুনিয়ায় তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে তখন **আল্লাহ** পাকের ওয়াদা اِنَّكَ مَيِّتٌ নিশ্চয় তোমাকে ইন্তিকাল করতে হবে (অর্থাৎ জাহেরী ওফাত) এর সময় এসে গেলো।

জাহেরী ওফাতের ব্যাপারে ৩টি গায়েবী সংবাদ: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জাহেরী ওফাতের ব্যাপারে পূর্বের গায়েবী সংবাদ দিয়েছিলেন: ✯ বিদায় হজ্জের সময় ইরশাদ করেন: "এই বছরের পর আমি তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারবো না।" (তারিখে তাবারী, ৩/১৫০) ✯ ১১ হিজরীর সফর মাসের শেষে জান্নাতুল বক্বীতে তাশরীফ নিয়ে যান তখন ইরশাদ করেন: "আমাকে দুনিয়ার ধন ভান্ডার দান করা হয়েছে এবং এই দুনিয়ায় সর্বদার জন্য থাকা ও জান্নাত দান করা হয়েছে, অতঃপর আমাকে এর মধ্যে এবং আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত ও জান্নাত বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে, তখন আমি **আল্লাহ পাকের** সাক্ষাত ও জান্নাতকে বেছে নিলাম।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৪১৬, হাদীস ১৫৯৯৭) ✯ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** ওফাতের অসুস্থতায় সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে স্বয়ং নিজের ওফাতের সংবাদ দিলেন, এই অসুস্থতাতেই তাঁর জাহেরী ওফাত হবে। (বুখারী, ৩/১৫৩, হাদীস ৪৪৩৩)

ওফাতের অসুস্থতার শুরু, স্থান ও মোট সময়সীমা: অসুস্থতার শুরু ও মোট সময়সীমার ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য রয়েছে, সফর মাসের শেষ বুধবারের দিন যা সেই মাসের সাতাইশতম দিন ছিলো, অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলো, নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী অসুস্থতা শুরু উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘর থেকে হয়েছিলো, অধিকাংশ ওলামা ঐক্যমত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসুস্থতার সময়সীমা ১৩ দিন ছিলো। (সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

নামায ও গোলামদের প্রতি সদাচরণের উপদেশ: হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, জাহেরী ওফাতের সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই সাধারণ উপদেশ ইরশাদ করেন, তা হলো নামায আদায় এবং গোলামদের (সাথে

সদাচরণের) ব্যাপারে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/২৩৫, হাদীস ১২১৭০)

হুযুর স্বয়ং গোলামদের মুক্ত করে দিলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওফাতের অসুস্থতায় স্বয়ং ৪০জন গোলামকে মুক্ত করে দেন। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪১৮)

দীনার ও দিরহাম আল্লাহর পথে খরচ করে দিন: ঘরে সাত দীনার রাখা ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে ইরশাদ করলেন: "ঐ দীনারগুলো আনো, যাতে আমি তা **আল্লাহ**র পথে খরচ করে দিতে পারি।" অতঃপর হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাধ্যমে সেই দীনারগুলো বন্টন করে দিলেন, ছয় সাত দিরহাম অবশিষ্ট ছিলো, তাও খরচ করে দিলেন এবং ঘরে সামান্য পরিমাণও সোনা ও রূপা রাখলেন না। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪২৪)

প্রদীপে তেল পর্যন্ত ছিলো না: সোমবার সন্ধ্যায় প্রদীপে তেল না থাকার কারণে বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কোন এক আনসারী মহিলাকে প্রদীপের জন্য তেল আনতে পাঠালেন। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: سُبْحٰنَ اللهِ! এখনই দীনার সদকা করা হলো আর ঘরে প্রদীপের জন্য তেল পর্যন্ত নেই, এতে আনুগত্যকারীদের জন্য উপদেশ হলো, ঘরে কিছুই রাখে নি, যেই মাল রয়েছে তাও খরচ করে দেন, যেই **আল্লাহ** ও রাসূলের ভালবাসা ও আনুগত্যের দাবী করে, তারা এর অনুসরন করো। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪২৫)

খাতুনে জান্নাতের সাথে ফিসফিস: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওফাতের অসুস্থতায় বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ডাকলেন এবং তাঁর কানে কিছু ইরশাদ করলেন, তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন, অতঃপর আবারো ডাকলেন এবং আরো কিছু ইরশাদ করলেন, তখন তিনি হাসতে লাগলেন, যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তখন বললেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: **তাঁর** ওফাত এই অসুস্থতাতেই হয়ে যাবে তখন আমি কান্না করলাম, অতঃপর আমাকে বলা হলো যে, আমিই সর্বপ্রথম (ওফাত লাভ করে) **তাঁর** সাথে মিলিত হবো, তখন আমি হাসতে লাগলাম। (বুখারী, ৩/১৫৩, হাদীস ৪৪৩৩)

হযরত আয়েশার হুজরায় অবস্থান: অসুস্থতার দিনগুলো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য পবিত্র বিবিগণ থেকে অবশিষ্ট দিন ও চিকিৎসার জন্য বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর হুজরায় অবস্থান করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন অনুমতি দিয়ে দিলেন, ৫ রবিউল আউয়াল **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর হুজরায় তাশরীফ নিয়ে আসেন, যা তাঁর ঋতুস্রাবের দিন ছিলো, ওফাত মুবারক পর্যন্ত সেখানেই ৮দিন অবস্থান করেন।

(সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

সিদ্দিকে আকবরের ইমাম হিসেবে বক্তৃতা: যতক্ষণ শরীরিক শক্তি ছিলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববীতে নামায পড়াতে থাকেন, যখন দূর্বলতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেলো তখন

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবার ইরশাদ করলেন: "আবু বকরকে আদেশ দাও যে, তিনি মানুষকে নামায পড়াবে।" অতএব সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বৃহস্পতিবারের ইশা থেকে সোমবার ফজর পর্যন্ত মোট ১৭ ওয়াক্ত নামায পড়িয়েছেন।

(সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৬০০ পৃষ্ঠা। সীরাতে মুস্তফা, ৫৪২ পৃষ্ঠা। মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪২১)

খুতবায়ে নববী ও এর পয়েন্টসমূহ: ৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার ওফাতের অসুস্থতায় **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরের দিকে তাশরীফ নিয়ে আসেন, অসুস্থতার কারণে বসে খুতবা ইরশাদ করেন, যার কিছু পয়েন্ট হলো: ✯ যদি আমি **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের খলীল বানাতাম তবে আবু বকরকে বানাতাম, কিন্তু তাঁর সাথে আমার ইসলামী ভালবাসা রয়েছে ✯ "**আল্লাহ পাক** একজন বান্দাকে দুনিয়ায় সর্বদা থাকার, অতঃপর জান্নাত এবং নিজের সাক্ষাতের ক্ষমতা দিয়েছে, তো সে বান্দা **আল্লাহ**র সাক্ষাতকে পছন্দ করে নিলো।" এই বাণীটি শুধুমাত্র সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ই বুঝলো। ✯ আবু বকর ব্যতীত সকল লোক মসজিদে খোলা জানালা গুলো বন্ধ করে দাও ✯ মানুষের মধ্যে সাহচর্য ও সম্পদের ব্যাপারে আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকার প্রদানকারী হলো আবু বকর ✯ আনসারদের ব্যাপারে তোমাদেরকে নেকীর উপদেশ দিচ্ছি, তাঁদের সাথে ভাল কর্মসম্পাদনকারীদের গ্রহণ করো আর নিপীড়নকারীদেরকে ক্ষমা করো।

(সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামাযের ব্যাপারে উপদেশ: অসুস্থতার সময়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর হুজরায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামকে জানাযা ইত্যাদির ব্যাপারে এভাবে উপদেশ দেন: "যখন আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে, আমাকে গোসল দিবে, কাফন পরিধান করাবে, এই ঘরেই আমার কবরের পাশে এই খাটে আমাকে শুইয়ে দিবে আর কিছুক্ষণের জন্য হুজরা থেকে বের হয়ে যাবে, কেননা সর্বপ্রথম আমার জানাযার নামায জিব্রাঈল আমিন, অতঃপর মিকাঈল, এরপর ইস্রাফিল, অতঃপর মালাকুল মউত তাঁদের বাহিনী সহকারে পড়বে, এর পর আমার আহলে বাইতের পুরুষরা, অতঃপর মহিলারা, এরপর দলে দলে প্রবেশ করে জানাযার নামায আদায় করো।" অতএব এমনই হলো এবং প্রত্যেকেই আলাদাভাবে নামায আদায় করলো, কেউ ইমামতি করায়নি। (সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৬০০ পৃষ্ঠা)

সাতটি কূপের পানি দ্বারা গোসল: অসুস্থতার দিনে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সাতটি কূপ থেকে সাত মশক পানি আনো আর তাদের মুখ খুলবে না।" সাহাবায়ে কিরাম সেই পানি নিয়ে আসলো, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই পানি দ্বারা গোসল করলেন। (বুখারী, ৪/২৫, হাদীস ৫৭১৪। সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৬০২ পৃষ্ঠা)

মিসওয়াক ব্যবহার: এই দিনগুলোতে হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا উপস্থিত হলেন তখন তাঁর হাতে সবুজ মিসওয়াক ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগ্রহ প্রকাশ করলে তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তা

নরম করে প্রদান করলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা অভ্যাসের চেয়ে বেশি সময় ধরে ব্যবহার করলেন। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪২৬। সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৬০২ পৃষ্ঠা)

সর্বশেষ দোয়ায়ে নববী: অসুস্থতার দিনগুলোতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শেষ বাক্য এই মুবারক দোয়া ছিলো: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَ اَلْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া করো এবং মহান সাথীর (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**) সাথে আমাকে মিলিয়ে দাও।" (তিরমিযী, ৫/২৯৯, হাদীস ৩৫০৭)

মালাকুল মউতের উপস্থিত হওয়া: জাহেরী ওফাতের তিনদিন পূর্বে হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং রূহ কবয করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুমতি প্রদান করলেন, তিনদিন পর আবারো উপস্থিত হলেন এবং রূহ মুবারক কবয করে নিলেন, মালাকুল মউত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে কারো নিকট রূহ কবয করার অনুমতি নেননি, এটা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যতম বৈশিষ্ট।

(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪২৮। সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ৬০৩ পৃষ্ঠা)

হুযুরের জাহেরী ওফাত হয়ে গেলো: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার বুকের সাথে রেখেছিলাম, **তাঁর** ওফাত আমার কোলে গলার দিকে বুকের শুরু এবং ফুসফুসের মাঝখানে হলো, তখন আমার ঋতুস্রাবের দিন ছিলো এবং আমার হুজরায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রুহ পবিত্র শরীর মুবারক থেকে উড়ে গেলো।" (বযলুল কুয়ত, ৭৩৬ পৃষ্ঠা) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

ওফাতের তারিখ, সন, সময়, মোট বয়স: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত সোমবার দিন ১২ রবিউল আউয়াল ৬৩ বছর বয়সে হয়েছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (নবুয়ত প্রকাশ করার পর) ১৩ বছর মক্কায়ে মুকাররমায় (আর ১০ বছর মদীনা মুনাওয়ারায়) অবস্থান করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে জাহেরী ওফাত গ্রহণ করেন। (বুখারী, ২/৫৯১, হাদীস ৩৯০৩) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আর গবেষণা হলো যে, (ওফাতের তারিখ) আসলে চন্দ্র বছরের হিসেবে মক্কায়ে মুয়াযযমা রবিউল আউয়াল শরীফের তেরতম ছিলো, মদীনায়ে তায়্যিবায় চাঁদ দেখা যায়নি, অতএব সেই হিসেবে বারোতম সাব্যস্ত হয়। সেটাই প্রথানুযায়ী নিজের হিসেবে বর্ণনা করেছেন আর প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হলো।" (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪১৭)

আম্বিয়া কো ভি আজল আ'নি হে মগর এ্যয়সি কেহ ফকত আ'নি হে
ফির উসি আ'ন কে বাদ উন কি হায়াত মিসলে সাবিক ওহী জিসমানি হে

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র হামজাদ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো

প্রশ্ন: শুনেছি যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র হামজাদ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো, অথচ হামজাদ তো শয়তান হয়ে থাকে আর শয়তান কিভাবে মুসলমান হতে পারে?

উত্তর: হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হামজাদকে মুসলমান বানিয়ে নিয়েছেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সে আমাকে ভাল পরামর্শ দিতো। (মুসলিম, ১১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১০৮) যখন হাদীসে মুবারাকায় এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তবে আমাদের মেনে নেয়া উচিৎ, চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ নয়। (মাদানী মুযাকারা, ১৫ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ)

(২) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযারে পাক

প্রশ্ন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতার মাযার কোথায়?

উত্তর: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযারে পাক এখন জান্নাতুল বকীতে। পূর্বে যেখানে তাঁর মাযার ছিলো, মসজিদে নববী শরীফ প্রশস্ত (Extension) করার সময় যখন সেই জায়গা খনন করা হলো তখন তাঁর শরীর মুবারক অক্ষত পাওয়া গেলো, যা জান্নাতুল বকীতে স্থানান্তরিত করে দেয়া হলো। আমাকে কেউ সেই জায়গাটি দেখিয়েছিলো, যেখানে পূর্বে তাঁর মাযার ছিলো, এখন সেই জায়গা মসজিদে নববী শরীফে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হলো। (মাদানী মুযাকারা, ৬ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ)

(৩) মারা যাওয়ার পর কবরে মুয়ে (চুল) মুবারক রাখা কেমন?

প্রশ্ন: মৃত্যুর পর কি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়ে (চুল) মুবারক বরকত হিসেবে কবরে নিয়ে যেতে পারবে?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের কবরে তাবাররুক রাখার অসীয়ত করেছিলেন, যাতে এটাও ছিলো, "আমার চোখের উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়ে মুবারক অর্থাৎ মুবারক চুল রেখে দিবে আর আমাকে **আল্লাহ পাকের** নিকট সমর্পণ করে দিবে।"

(তারিখুল খোলাফা, ১৫৮ পৃষ্ঠা। মাদানী মুযাকারা, ১৫ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ)

(৪) সবুজ গম্বুজ বা খানায়ে কাবার ছবিযুক্ত টুপি পরিধান করে পায়খানায় যাওয়া কেমন?

প্রশ্নঃ অনেক টুপির উপর নালাইন পাক, সবুজ গম্বুজ বা খানায়ে কাবার ছবি বানানো থাকে, এরূপ টুপি পরিধান করা কেমন এবং তা পরিধান করে পায়খানায় যাওয়া কেমন?

উত্তরঃ এই টুপি মাথায় পরিধান করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় এই টুপি খুলে আদব সহকারে বাইরে রেখে যান, যদি খুলে পকেটে রেখে দেয়া হয় এবং এর উপর অঙ্কিত সম্মানিত ছবি ঢেকে যায়, তাতেও সমস্যা নাই কিন্তু বাইরে রেখে যাওয়া উত্তম। তাছাড়া এটি পরিধান করে নামায পড়তে পারবে। তবে জামাআত সহকারে সারীতে নামায পড়ার সময় যখন সিজদায় যাবে তখন সামনের সারীর লোকের পায়ের তালু এর দিকে হতে পারে। হ্যাঁ যদি প্রথম সারীতে নামায পড়ছে ও ইমামের সোজা পেছনে না হয় তবে এমতাবস্থায় সমস্যা নাই।

(মাদানী মুযাকারা, ১৭ রবিউল আখির ১৪৪১হিঃ)

হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার সৌভাগ্য

প্রশ্নঃ আপনি খানায়ে কাবার তাওয়াফ কতবার করেছেন, কখনো কি হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার সৌভাগ্যও হয়েছে?

উত্তরঃ আমি (অর্থাৎ সগে মদীনা) সম্ভবত ১৯৮০ সালে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছিলাম। আর আমি জীবনে একবারই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছি। (মাদানী মুযাকারা, ৫ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ)

যমযম শরীফের পানি কি তিন নিশ্বাসে পান করা উচিৎ?

প্রশ্নঃ যমযম শরীফের পানি কি তিন নিশ্বাসে পান করা উচিৎ? বলা হয় যে, এটি হলো মুবারক পানি, এর জন্য এক নিশ্বাসে পান করবে।

উত্তরঃ যমযম শরীফের পানিও তিন নিশ্বাসে পান করা উচিৎ।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ)

মুঝে মরনা হে আক্বা গুম্বদে খাযরা কে ছায়ে মে

প্রশ্নঃ আপনার একটি শের রয়েছেঃ

মুঝে মরনা হে আক্বা গুম্বদে খাযরা কে ছায়ে মে
ওয়াতান মে মর গেয়া তো কিয়া করোঙ্গা ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২২ পৃষ্ঠা)

এটা বলুন, সবুজ গম্বুজের কি ছায়া রয়েছে?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! সবুজ গম্বুজের ছায়া রয়েছে, কিন্তু **সবুজ গম্বুজ ওয়ালা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছায়া মাটিতে তাশরীফ নিয়ে আসতো না। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১৬) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ছায়া ছিলো না, কিন্তু যেহেতু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন জগতের ছায়া প্রদানকারী, তাই সমগ্র জগতে **তাঁর** ছায়া পড়েছে।

হাম উন কে যেরে ছায়া[১] রেহতে হে জিন কা ছায়া নযর নেহী আতা

১. মনে রাখবেন! "ছায়া" এর অর্থ যেখানে ছায়া হয়, সেখানে এর অর্থ হলো কারো সাহায্য ও সহযোগিতা বা নিরাপত্তা সহযোগীতা, সাহায্য, নিরাপত্তা ইত্যাদিও হয়। "যেরে ছায়া" অর্জিত হওয়া।

ঝুলিয়াঁ সব কি ভরতি জাতি হে, দেনে ওয়ালা নযর নেহী আতা

(মাদানী মুযাকারা, ৫ জুমাদিউল উলা ১৪৪১হিঃ)

গ্রাহকের ভীড় হলে তবে জামাআত ছেড়ে দেয়া কেমন?

প্রশ্নঃ যদি নামাযের সময় হয়ে যায় ও দোকানে গ্রাহক উপস্থিত থাকে, যার কারণে দোকানদারের জামাআত ছুটে যায় তবে কি সে গুনাহগার হবে?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! এটা এমন অপারগতা নয়, যার কারণে জামাআত ক্ষমা হয়ে যাবে। "গ্রাহক চলে গেলে চলে যাক, জামাআত যেনো না যায়।" **আল্লাহ পাক** বরতক দান করবেন। একজন গেলে ১০জন আসবে, اِنْ شَآءَ الله

(মাদানী মুযাকারা, ১০ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ)

ওয়েল্ডিংয়ের আলোর কারণে চোখ থেকে প্রবাহিত হওয়া পানি

প্রশ্নঃ ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় চোখে আলো লেগে থাকে, যার ফলে চোখ থেকে পানি প্রবাহিত হয়, এই পানি কি পবিত্র নাকি অপবিত্র?

উত্তরঃ যদি ওয়োল্ডিংয়ের আলো লাগার কারণে চোখ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ফলে যেই পানি প্রবাহিত হয় তবে সেই পানি অপবিত্র আর তা বের হওয়ার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি অস্থায়ীভাবে চোখে আলো লাগলো আর পানি এলো যেমনটি ধোঁয়া ও পেয়াজ কাটার ফলে এসে থাকে বা মরিচের কোন অংশ বা ধুলো উড়ে এসে চোখে পরে গেলো তবে চোখে পানি এসে গেলো কিংবা কখনো হাঙ্গামার সময় টিয়ার শেলের কারণে চোখ থেকে পানি বের হলে তবে অযুও ভঙ্গ হবে না আর এই পানি পবিত্র। (মাদানী মুযাকারা, ৭ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ)

পিতামাতার প্রতি

নবী করীম ﷺ এর মেয়ে শিশুদের প্রতি স্নেহ

মাওলানা আসিফ জাহানযিব আত্তারী মাদানী

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র মানবতার জন্য রহমত হয়ে এসেছেন, **তিনি** মানুষকে জীবন ধারনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন, আরবের সেই সমাজে যেখানে মেয়ে শিশুদের জীবন্ত দাফন করে দেয়া হতো, সেখানে **তিনি** মেয়ে শিশুদেরকে তাদের হক প্রদান করেছেন এবং নিজেও মেয়ে শিশুদের সাথে ভালোবাসা ও স্নেহ করার বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মেয়ে শিশুদের প্রতি মমতার কয়েকটি দৃশ্য দেখুন:

অত্যাচারের ঘটনা শুনে চোখে অশ্রু এসে গেলো: এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা জাহেলী যুগে মূর্তিপূজা করতাম, নিজের সন্তাকে মেরে ফেলতাম, আমার একটি মেয়ে ছিলো, যখন আমি তাকে ডাকতাম তখন খুশি হতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম তখন সে আনন্দচিত্তে আমার পেছনে পেছনে চলতে লাগলো, আমরা নিকটস্ত একটি কূপে পৌঁছলাম, আমি তার হাত ধরলাম এবং কূপে ফেলে দিলাম! (বেচারী কাঁদতে কাঁদতে) আব্বাজান! আব্বাজান! চিৎকার করতে রইলো (আর আমি সেখান থেকে চলে গেলাম।) (একথা শুনে) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেলো।

(দারামী, ১/১৪, হাদীস ২)

নিজের নাতনীকে নামাযেও সামলে নিলো: হযরত আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (ইমামতি করার সময়) নামাযের মধ্যে হযরত উমামা বিনতে যায়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ এবং আবুল আস বিন রাবী এর মেয়ে অর্থাৎ **তাঁর** নাতনীকে কোলে নিয়ে রেখেছিলেন, তো যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা করতেন তখন তাকে নিচে নামিয়ে দিতেন, যখন কিয়াম করতেন তখন কোলে নিয়ে নিতেন।

(বুখারী, ১/১৯২, হাদীস ৫১৬)

মদীনা পাকের মেয়ে শিশুদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ: যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায়ে তায়্যিবার গলি দিয়ে যেতেন তখন সেখানকার মেয়ে শিশুরা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনে খুশি হয়ে এই পংতিগুলো পাঠ করতেন:

نَحْنُ جَوَارٍ مِّنْ بَنِی النَّجَّارِ   یَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارٍ

অনুবাদ: আমরা "বনু নাজ্জার" বংশের শিশু, বাহ! কতইনা উত্তম হলো, **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতিবেশি হয়ে গেছেন।

তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** ভালই জানেন, আমিও তোমাদেরকে খুবই ভালোবাসি। (ইবনে মাজাহ, ২/৪৩৯, হাদীস ১৮৯৯)

মেয়ে শিশুদের ডাকার সুন্দর ধরন: হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا যখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিবাহ মুবারকে আসেন তখন তাঁর এক কন্যা যায়নব দুগ্ধপোষ্য ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলে তখন খুবই ভালোবাসা সহকারে জিজ্ঞাসা করতেন: যয়নাব কোথায়? যয়নাব কোথায়?

(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, ৫/২৯৪, হাদীস ৮৯২৬)

হযরত ফাতিমার প্রতি ভালোবাসার ধরন: ঐ সমাজ, যেখানে পাষাণ হৃদয় উচ্চ পর্যায়ে ছিলো আর নিজেদের ফুলের মতো মেয়েদেরকে জীবিত দাফন করে দেয়া হতো, সেই সমাজে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কন্যা সন্তানকে সম্মান দিয়েছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন ও ভালবাসা দিয়েছেন, যেমনটি বর্ণনায় এসেছে: যখন হযরত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আসতেন তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর আগমনে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর হাত ধরতেন এবং চুমু দিতেন, অতঃপর নিজের জায়গায় বসাতেন। (আবু দাউদ, ৪/৪৫৪, হাদীস ৫২১৭)

আল্লাহ পাক প্রতিটি সমাজে মেয়ে শিশুদের প্রতি স্নেহ করা ও তাদের ভালোবাসার সামর্থ্য দান করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ছোট সাহেবের ঘটনা

অমূল্য রত্ন

মাওলানা হায়দার আলী মাদানী

যখন থেকে রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা গেলো, ছোট সাহেবের খুশি দেখার মতো ছিলো, এমন মনে হচ্ছিলো, যেনো অনেক বড় পুরস্কার পাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে আর বিষয়টি ছিলোই এমনই, রবিউল আউয়াল মাসই সেই বসন্ত ও খুশির মাস ছিলো, যার ১২ তারিখে দুনিয়ায় **আল্লাহ পাকের** অমূল্য নেয়ামত অর্থাৎ **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছিলেন। পুরো মাস আব্বাজানের সাথে বিভিন্ন মসজিদে হওয়া মিলাদের ইজতিমায় অংশ গ্রহণ ও নাত শুনা, এটা তো সেই সময়, ছোট সাহেব সারা বছর যার অপেক্ষায় থাকতো। কিন্তু এইবার রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা যেতেই ছোট সাহেব একটি নতুন আবদেন সবার সামনে তুলে ধরলো।

আসলে রবিউল আউয়ালে ছোট সাহেবের ঘরে দুইবার মিলাদের মাহফিল হতো, একবার তো ইসলামী ভাইদের জন্য ৯ রবিউল আউয়াল রাতে আর দ্বিতীয়বার ১২ রবিউল আউয়ালের দিন ইসলামী বোনদের। কিন্তু ছোট সাহেবের আবেদন হলো, এবার ঘরে তৃতীয় মিলাদের মাহফিলও হবে অর্থাৎ শিশুদের জন্য। আম্মাজান এবং আব্বাজানও বুঝালো, ছোট শিশুরা ইসলামী বোনদের সাথে আর বড়রা ইসলামী ভাইদের সাথে মিলাদে অংশ গ্রহণ করে নেয়, তবে আলাদাভাবে তাদের জড়ো করার প্রয়োজন কি, আর ছোট সাহেবও কি কোন কাজ করবে বলে তা থেকে পিছু হঠার লোক, অবশেষে ব্যাপারটি দাদাজানের সামনে তুলে ধরা হলো, যেখান থেকে সিদ্ধান্ত সাহেবের পক্ষেই হলো এবং ছোট সাহেব চেহারায় বিজয়ের নিয়ে রুম থেকে বাইরে এসে গেলো।

স্কুলে থেকে আসার পর আজকাল ছোট সাহেবের পুরো সময় মিলাদের প্রস্তুতিতে অতিবাহিত হতে লাগলো, প্রথমদিন তো সে একাই সম্পূর্ণ প্লানিং করার জন্য ভাবলো, কিন্তু সামনে কাগজ সাজিয়ে রাখে এবং হাতে পেন্সিল নিয়ে ভাবতে ভাবতে আধাঘন্টা কাটিয়ে দেয়ার পরও তার মাথায় কোন আইডিয়া এলো না, তখন সে আপু থেকে সাহায্য নেয়ার কথা ভাবলো।

আপু থেকে সাহায্য চাওয়াতে প্রথমে তো তার পক্ষ থেকে উদ্ভাবিত গর্বের সম্মুখীন হতে হলো, দেখলে তো, আপুর প্রয়োজন পরে গেলো ছোট সাহেব! অতঃপর সে বুঝালো, খাবার ও জায়গার ব্যবস্থা তো আম্মাজানের উপর ছেড়ে দাও, এটা তোমার চিন্তা নয়, এবার রইলো মিলাদের প্রোগ্রাম, তো আমাকে বলুন, আপনার বন্ধুদের মধ্যে কে কুরআনে পাক সবচেয়ে ভালো তিলাওয়াত করে?

বাবলু ভাই। ছোট সাহেব দ্রুত উত্তর দিলো।

এবার আপু কাগজে তিলাওয়াত লিখে এর সাথে বাবলু ভাইয়ের নাম লিখলো, এভাবে তিনটি

নাত, শেষের সালাম ইত্যাদি সবই ছোট সাহেবের বন্ধুদের মাঝে ভাগ করে দিলো, একটি নাত ছোট সাহেবেরও রাখা হলো। এবার এলো সবচেয়ে কঠিন ধাপ অর্থাৎ বয়ান (Speech), ছোট সাহেবের বন্ধু বরং স্বয়ং ছোট সাহেবও কখনো বয়ান করেনি তাও মিলাদ মাহফিলে বয়ান.....। অবশেষ আম্মাজানের সাথে পরামর্শ করা হলো, এরপরই নির্ধারিত হলো, শিশুদের মিলাদের মাহফিলে দাদাজানের বয়ান হবে। মিলাদ মাহফিলের সময় নির্ধারিত হলো সাত রবিউল আউয়াল যোহরের পর, আর ছোট সাহেবের ডিউটি হলো, বন্ধু ও নিকটস্ত কাজিনদেরকে একা বা আব্বাজানের সাথে গিয়ে তাকেই দাওয়াত দিতে হবে, যাতে ছোট সাহেব খুশিতে রাজি হয়ে গেলো।

মিলাদ মাহফিলের দিন এসে গেলো, বড় বৈঠকখানায় শিশুদের জন্য মেজেতে সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো, ছোট সাহেব আব্বাজানের সাথে যোহরের নামায পড়ে এসে আম্মাজানের আদেশ অনুযায়ী বৈঠকখানার দরজায় বন্ধুদের স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেলো এবং পাশেই মেঝেতে কাঁচের প্লেটে এলাচি রাখা হলো। ছুটির দিনের কারণে সবাই সময়মতোই পৌঁছে গিয়েছিলো আর বাবলু ভাইয়ের তিলাওয়াতের মাধ্যমে মাহফিল রীতিমতো শুরু হয়ে গেলো। দ্বিতীয় নাত ছোট সাহেবের ছিলো, নাত শুরু হতেই কোন শিশুও চুপ থাকতে পারলো না, কেননা সকল শিশুর ফেভারিট নাত ছিলো, যেই শিশুদের নিকট পতাকা ছিলো তারা পতাকা এবং অবশিষ্ট শিশুরা নিজেদের হাত নাড়িয়ে ছোট সাহেবের সাথে পড়ছিলো:

নূর ওয়ালা এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে
সারা জগতে দেখো কেমন নূর ছেয়েছে

ছোট সাহেবের নাতের মাঝখানেই দাদাজানও এসে নিজের জন্য রাখা বিশেষ চেয়ারে বসে গিয়েছিলেন। আরো একজন শিশুর নাতের পর তিনি বয়ান শুরু করে দিলেন:

প্রিয় শিশুরা! ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন প্রত্যেক মুসলমানের চেহারায় মুচকী হাসি লেগে থাকে। বর্ণ, বংশ, ভাষা সবকিছু ভিন্ন হওয়ার পরও এই দিন দুনিয়ার কোণায় কোণায় বসবাসকারী মুসলমান **আল্লাহ পাকের** এই মহান নেয়ামত অর্জনে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকে যেই নেয়ামতের বরকতে অবশিষ্ট নেয়ামত তারা পায় অর্থাৎ **সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। **প্রিয় শিশুরা!** আমরা মিলাদের খুশি খুবই আগ্রহ ও প্রেরণা সহকারে উদযাপন করবো, যাতে দুনিয়া যেনো জানতে পারে, আমরা আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمকে কতটুকু ভালবাসি। এর পাশাপাশি মিলাদ উদযাপনের একটি উদ্দেশ্য এটাও যে, আমরা এই দিন আমাদের প্রিয় নবীর জীবনি সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজের জীবনের ডেলি রুটিনকে এই আলোকে সাজাবো। দাদাজান আরো কিছু সুন্দর সুন্দর বিষয় শুনানোর পর ছোট সাহেব শিশুদের সাথে মিলে শ্লোগান দিলো:

আ'মদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা সীরাতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা

দাদাজান আবারো শুরু করলেন: শিশুরা! আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمজীবনি জানার জন্য একটি খুবই সুন্দর ও সহজ কিতাব রয়েছে **"আখেরী নবী কি পেয়ারী সীরাত"** এই কিতাবটি আজ আপনাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ দেয়া হবে, সকল শিশুরা অবশ্যই পড়ে নিবেন বা নিজেদের আব্বু বা আম্মাজানকে পড়িয়ে শুনাবেন। শিশুরা উচ্চস্বরে উত্তর দিলো: اِنْ شَآءَ الله!

প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর ﷺ 'র অনুকরণীয় চরিত্র

❋ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا 'র নিকট প্রিয় নবীর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এক বাক্যে বলেন: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن অর্থাৎ কুরআনে পাকের শিক্ষার উপর পরিপূর্ণ আমলই নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ছিল। (দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ১/৩০৯ পৃষ্ঠা)

❋ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ পাক এটা বললেন: وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ ۝ (পারা ২৯, সূরা ক্বলাম, আয়াত: ৪) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উত্তম চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ ক্ষমা ও মার্জনা, দয়া ও অনুগ্রহ, ন্যায় বিচার, দানশীলতা, ত্যাগ, অতিথি পরায়নতা, অহিংসা, সাহসিকতা, ওয়াদা পালন, সদাচরণ, ধৈর্য, তৃপ্তি, মৃদুভাষী, প্রফুল্লতা, সামাজিকতা, সাম্য, সহানুভূতি, সরলতা, বিনয় ও নম্রতার মতো সকল গুণাবলি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মধ্যে পাওয়া যেতো।

❋ হযরত জিবরাঈল عَلَیْہِ السَّلَام 'মালাকুল জিবাল' (অর্থাৎ- পাহাড়ের জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা) কে সাথে নিয়ে **রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে উপস্থিত হলেন। মালাকুল জিবাল তাঁকে সালাম আরজ করে আবেদন করলেন: আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে পাহাড় দুইটি এনে ওসব কাফিরদের উপর চেপে দিই। এই কথা শুনে **নূর নবী রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি **আল্লাহ পাকের** পবিত্র সত্তার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখি যে, এসব লোকেরা যদি ঈমান নাও এনে থাকে, তবু তাদের বংশে এমন অনেক লোক সৃষ্টি হবে, যারা **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করবে। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩১)

❋ কুরবান হয়ে যান! **প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এতো অত্যাচার ও নির্যাতন করার পরও তিনি কখনো নিজের কারণে এতটুকু রাগান্বিত হতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর দুশমনদের ধ্বংস ও বিনাশের বাসনাও রাখতেন না। তিনি কেবল বাসনা রাখতেন, সারাবিশ্বে ইসলামের ডঙ্কা বেজে উঠুক, চতুর্দিকে **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের বিজয় হোক, বিশ্বের সকল মানুষ এক **আল্লাহ পাকের** সামনে মাথা অবনত করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,

01180431